রাঁচি, শুক্রবার
01:03:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>140 >> 17 Phalgun 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১৪০ >> << ১৭ই, ফাল্গুন ১৪৩০>>

### ‘ড. ইউনূসের মামলা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে জাতিসংঘ’

**ঢাকাঃ** শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলা জাতিসংঘের বাংলাদেশ কার্যালয় খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুশারিক এ কথা জানান। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলা জাতিসংঘের বাংলাদেশ কার্যালয় খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুশারিক এ কথা জানান। বুধবার জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের কার্যালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন । ব্রিফিংয়ে উপস্থিত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘‘বাংলাদেশে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বর্তমান পরিস্থিতি জাতিসংঘ কীভাবে পর্যবেক্ষণ করছে?’’ জবাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুশারিক বলেন, ‘‘বাংলাদেশে জাতিসংঘের যে কার্যালয় রয়েছে, তারা গভীরভাবে ড. ইউনূসের এই মামলা পর্যবেক্ষণ করছে।

**বাজার দর**

SENSEX : 72500.30 +195.42
NIFTY : 21982.80 +31.65

**রাঁচি PARA UPDATE**

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 29.00 °c | 15.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .51 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .10 টা

**গহনার বাজার**

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 62,370 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 77,700 টাকা./কিলো

## রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

### জার্মানিতে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে হয়রানির অভিযোগ

**বার্লিন ঃ** রাজধানী বার্লিনে ফিলিস্তিনপন্থি একদল ব্যক্তি জার্মানিতে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত রন প্রসোরকে হয়রানি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গাজা সংঘাতের রক্ত প্রসোরের হাতে লেগে আছে বলে চিৎকার করেন তারা।

বুধবার পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, তারা ঘটনার তদন্ত করছেন। তবে ঘটনার খুব বেশি বিস্তারিত জানাননি তারা। স্থানীয় পত্রিকাগুলোর খবরে জানা গেছে, প্রসোরের একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় এক দল ব্যক্তি তাকে বাধা দেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, ফিলিস্তিনপন্থি ঐ আন্দোলনকারীরা প্রসোরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে। প্রসোরের সঙ্গে এ সময় একাধিক দেহরক্ষী ছিলেন। তারা বিক্ষোভকারীদের প্রসোরের কাছে আসতে দেননি। প্রসোরের হাতে গাজার রক্ত লেগে আছে বলে অভিযোগ করেন তারা। সেখানে বলতে শোনা যায়, ‘‘লুকাতে পারবেন না রন প্রসোর। আমরা আপনাকে গণহত্যার অভিযোগে অভযুক্ত করছি।’’ বার্লিন মেয়র কাই ভেগনার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত অক্ষত ছিলেন বলে তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেন। ‘‘ইসরায়েলের লোকজনকে এভাবে ব্যক্তিগতভাবে হয়রানি ও হুমকি দেয়া কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়,‘‘ বলেন ভেগনার। তিনি যোগ করেন, ‘‘বার্লিন কোনো রকমের বিদ্বেষ ও উস্কানি মেনে নেবে না এবং এখানকার সমাজ, বিদ্যাপীঠ বা কোথাও ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।’’ ইসরায়েলের সমালোচকরা দেশটি গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিলিস্তিনের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এমনকি আন্তর্জাতিক আদালত আইসিজেতে দেশটির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ইসরায়েল অবশ্য এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে, ইসরায়েল সেনা অভিযান শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি মারা গেছেন। তারা অবশ্য হামাস যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখায়নি। অন্যদিকে, ইসরায়েল বলছে, ১০ হাজার জঙ্গি হত্যা করা হয়েছে, যদিও স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করেনি। ইসরায়েল বলছে, ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মাসাকারের পর আত্মরক্ষায় গাজায় তাদের অভিযানে কোনো ভুল নেই। গত ৭ অক্টোবর হামাস ও অন্য সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্যরা ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে এক হাজার ২০০ জনকে হত্যা করেন এবং ২৫০ জনকে তুলে নিয়ে যান। হামাসকে ইসরায়েল, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও আরো কয়েকটি দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

# রমজানের শুরুতে আল আকসা যাওয়ার ডাক হামাস নেতার

**জেরুসালেম ঃ** রমজানের প্রথম দিনেই ফিলিস্তিনিদের জেরুসালেমে আল আকসা মসজিদ যাওয়ার ডাক দিলেন হামাস নেতা হানিয়া।

হামাস নেতা বলেছেন, ‘‘জেরুসালেম এবং পশ্চিম তীরে যে ফিলিস্তিনিরা আছেন, তাদের বলছি, রমজানের প্রথম দিনে আল আকসা যান।’’ জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ইইউসহ অনেক দেশই হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে। এখন ইসরায়েল হামাস যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বাইডেন বলেছেন, পবিত্র রামজান মাসে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হতে পারে। সেই অবস্থায় হামাস নেতা ফিলিস্তিনিদের আল আকসায় যেতে বললেন। জেরুসালেমের ওল্ড সিটিতে হারাম আল শরিফ কমপ্লেক্সের একটা অংশে আছে আল আকসা মসজিদ, যা মুসলিমদের কাছে অন্যতম পবিত্র স্থান। এই জায়গাটিকে টেম্পল মাউন্ট বলা হয়, যা ইহুদিদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র এলাকা। ইসরায়েলের সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, হামাস নেতার মন্তব্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তার অভিযোগ, এভাবে লড়াইটা অন্য ফ্রন্টেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুধবার যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছিল, ইসরায়েল যেন মুসলিমদের রমজানে আল আকসা মসজিদে প্রার্থনা করতে দেয়। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, ‘‘আমরা ইসরায়েলের কাছে আবেদন করছি, অতীতের রীতি মেনে রমজানের সময় তারা যেন শান্তিপূর্ণ প্রার্থনার অনুমতি দেয়।’’ তার মতে, ‘‘ইসরায়েলের স্বার্থেই পশ্চিম তীর ও সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে দেয়া উচিত নয়।’’

রমজান মাস শুরু হচ্ছে ১০ মার্চ থেকে। বাইডেন এর আগে জানিয়েছিলেন, আগামী সোমবারের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা হয়ে যেতে পারে।

দামাস্কের কাছে ইসরায়েল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে বলে সিরিয়ার সেনা ও একটি সংগঠন দাবি করেছে। সিরিয়ান অবসারবেটারি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, হেজবোল্লাহসহ ইরানের মদতপুষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে টার্গেট করেছিল ইসরায়েল। দামাস্কের কাছে দুইটি জায়গায় তারা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এর ফলে দুইজন সিরিয়ার নাগরিক মারা গেছেন। ছয়জন আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দামাস্কের কাছের অঞ্চল থেকে চারটি বিস্ফোরণের আওয়াজ তারা পেয়েছেন। এরপর কিছুক্ষণ ধরে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেছে। সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েল দামাস্কের অকাধিক জায়গা লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে। সিরিয়ার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্রকে অকেজো করে দিতে পেরেছে। বুধবার হামাসও দক্ষিণ লেবানন থেকে উত্তর ইসরায়েলের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে। হামাসকে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইইউ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে চিহ্নিত করেছে। হামাস জানিয়েছে, গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের আক্রমণে যেভাবে বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার জবাব দিতে তারা এই রকেট হামলা করেছে। ইসরায়েলের সেনা জানিয়েছে, অন্তত ১০টি রকেট লেবানন সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলের দিকে আসে। তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ওই রকেটগুলিতে নিস্ক্রিয় করে দিয়েছে।

## হাঙ্গেরিতে বড়দিনে অলংকরণের ব্যবসা

**হাঙ্গেরিঃ** মানুষ অভাবের তাড়নায় কী না করে। হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্ট জমানার অবসানের পর দেউলিয়া হয়ে পড়লেও এক ব্যক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে অভিনব পণ্য তৈরির কাজে হাত দিয়ে গোটা পরিবারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলেছেন। সেখানকার পণ্যগুলির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘এটা হলো সাবো প্যাটার্ন। আমাদের কাছে বিশেষভাবে কাটা তুলি রয়েছে, যা এই প্যাটার্নের জন্য ব্যবহার করা যায়। তুলির টান যেখানে থাকে, শুধু সেখানেই আঠা থাকে। কারণ প্রথমে আঠা, তারপর চকমকে গ্লিটার লাগানো হয়।’’ সেখানে কাচ দিয়ে ক্লাসিক ও আধুনিক শৈলির ক্রিসমাস অলংকরণ সৃষ্টি করা হয়। শিশুরাও সেই কাজে হাত লাগাতে পারে। ৯০ বছর বয়সি লাইয়োশ ৭০ বছর আগে এই কোম্পানি খুলেছিলেন। আগে তিনি খেলনা তৈরির যন্ত্র প্রস্তুত করতেন। ববলহেডের হাঙ্গেরীয় সংস্করণ মূলত তাঁর কর্মশালা থেকেই এসেছে। সে যুগেও তিনি ক্রিসমাস অলংকরণ তৈরি করতেন। ১৯৮৯ সালে কমিউনিস্ট জমানার অবসানের পর সেই কাজই তাঁকে রক্ষা করেছিল। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লাইয়োশ বলেন, ‘‘সেই সময়ে আমরা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কিন্তু পুরানো ও বাতিল কিছু যন্ত্র কিনেছিলাম, যেগুলি আগে আলোর বাল্ব তৈরির কাজে লাগানো হতো। কারণ বড়দিনের অলংকরণের সঙ্গে বাল্বের সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে। আমি সেই যন্ত্রে কিছুটা রদবদল করে আমার পরিবারকে বলেছিলাম, আমাদের সামনে অন্য কোনো উপায় নেই। এখন থেকে আমাদের ক্রিসমাস ট্রি বল উৎপাদন করতে হবে।’’ সেই আইডিয়া সফল হয়েছিল। সাবোর ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। প্রায় পুরোটাই হাতে তৈরি বলে সেই অলংকরণের বিপুল চাহিদা রয়েছে। লাইয়োশ সাবো বলেন, ‘‘রূপার দাম খুব বেশি হওয়ায় সেই বল ঝাঁকাতে হয়। বল ডুবিয়ে রাখলে তাতে রূপার প্রলেপ আনা যায়। কিন্তু সেটা আমাদের জন্য খুবই ব্যয়বহুল। সে কারণে রূপা ছড়িয়ে দিতে আমরা বরং সেগুলি ঝাঁকিয়ে নেই।’’ তারপর ক্রিসমাস ডেকোরেশন বিভিন্ন রংয়ে ডোবানো হয় এবং অবশেষে তার উপর আঁকা হয়। এখানকার অনেক কর্মী পরিবারের সদস্য। যেমন লাইয়োশের মেয়ে মারিয়ান কোম্পানি পরিচালনার কাজে সক্রিয়। তিনি বলেন, ‘‘আমি অ্যাকাউন্টিং দিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার কাজ সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি।’’

## বাইডেন শারীরিকভাবে সক্ষম, জানালেন চিকিৎসকরা

**নিউ ইয়র্ক ঃ** জো বাইডেনের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ চালানোর ক্ষেত্রে তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম। বাইডেনের বয়স এখন ৮১ বছর। তিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও লড়তে চান। বাইডেনের চিকিৎসক জানিয়েছেন, তিনি শারীরিরকভাবে ফিট ও প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত। বুধবার বাইডেনের স্বাস্থ্য নিয়ে ছয় পাতার রিপোর্টে এই কথা জানানো হয়েছে। এর আগে বাইডেন বার্ষিক মেডিক্যাল টেস্টের জন্য ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিক্যাল সেন্টারে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা ছিলেন। তার বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। তার চিকিৎসক কেভিন ও’কোনার জানিয়েছেন, বাইডেন ভালো আছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার শরীর নিয়ে নতুন করে উদ্বেগের কোনো কারণ ঘটেনি। প্রেসিডেন্ট শরীর ভালো আছে, তিনি সক্রিয় ও শক্তসমর্থ আছেন। তিনি সফলভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২১ সালে বাইডেন রেকর্ড করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি বয়সি প্রেসিডেন্ট হওয়ার রেকর্ড। তখন বাইডেনের বয়স ছিল ৭৮ বছর। তিনি আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে চান। জিতলে তিনি ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

সম্প্রতি বাইডেনের স্মৃতিশক্তি নিয়ে বেশ কিছু রিপোর্ট সামনে এসেছে। এমন অভিযোগও উঠেছে, বাইডেনের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

বাইডেন জানিয়েছিলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো আছে। তিনি তার ছেলের মৃত্যুর বছর থেকে শুরু করে কোনো কিছুই ভোলেননি।

মেডিক্যাল রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাইডেনের বিস্তারিতভাবে নিউরোলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে কোনোরকম অসঙ্গতি দেখা যায়নি। এই সংক্রান্ত কোনো রোগলক্ষণও তার নেই। আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ডনাল্ড ট্রাম্প বর্তমান প্রেসিডেন্টের বয়স নিয়ে প্রায়ই কটাক্ষ করছেন।’ ট্রাম্পের বয়স এখন ৭৭ বছর।

**চুক্তি** নতুন সংস্থায় ৬৩.১৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে রিলায়েন্সের, বাকি ৩৬.৮৪ শতাংশের অংশীদারিত্ব ডিজনির

# ভারতে রিলায়েন্স ও ডিজনির হাত মেলানোর ফল কী হবে?

**কলকাতা ঃ** হাত মেলালো সম্প্রচার জগতের দুই মহিরুহ। রিলায়েন্সের সঙ্গে চুক্তি হলো ওয়াল্ট ডিজনির। বুধবার আত্মপ্রকাশ করেছে যৌথ সংস্থা।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের(আইপিএল) সম্প্রচার ঘিরে যুদ্ধ তুঙ্গে উঠেছিল। সেই লড়াইয়ে ইতি পড়ে গেল। আন্তর্জাতিক বিনোদন সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাধল ভারতের অন্যতম বড় বিনোদন ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো ওয়াল্ট ডিজনি। রিলায়েন্সের অধীনস্থ সংস্থা ভায়াকম ১৮ মিডিয়া এবং ওয়াল্ট ডিজনির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই বোঝাপড়া অনুযায়ী, ভায়াকম এবং স্টার ইন্ডিয়া মিশে গিয়ে একটি যৌথ সংস্থা তৈরি হচ্ছে। এই যৌথ সংস্থার মাধ্যমে ৭০ হাজার কোটির বেশি টাকার সাম্রাজ্য তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রিলায়েন্স এবং ওয়াল্ট ডিজনি। নতুন সংস্থায় ৬৩.১৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে রিলায়েন্সের, বাকি ৩৬.৮৪ শতাংশের অংশীদারিত্ব ডিজনির। এই চুক্তির পর রিলায়েন্সের ঘোষণা, তারা মিডিয়া ও ওটিটি মিলিয়ে সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা বিনিযাগে করতে চলেছে আগামী পর্যায়ে।

সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভায়াকম ১৮ এবং স্টার ইন্ডিয়া মিলে যে সংস্থা জন্ম নিল, তার শীর্ষে থাকবেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানি। ভাইস চেয়ারম্যান উদয় শংকর।

### ক্রিকেট নিয়ে লড়াই

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রিলায়েন্স এবং ডিজনির মধ্যে তুমুল রেষারেষি ছিল। আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে তা চরমে পৌঁছয়। দীর্ঘদিন আইপিএলের সম্পূর্ণ সম্প্রচার স্বত্ব ছিল স্টার ইন্ডিয়ার দখলে। টেলিভিশনে আইপিএল ক্রিকেট দেখানোর পাশাপাশি ডিজনি প্লাস হটস্টার প্ল্যাটফর্মে লাইভ স্ট্রিমিং করা হত ম্যাচের। ২০২৩ সালে ছবিটা বদলে যায়। সেই বছর থেকে আইপিএলের টিভি এবং লাইভ স্ট্রিমিং সম্প্রচারের স্বত্ব পৃথকভাবে নিলামে তুলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালন সংস্থা বিসিসিআই। টিভিতে সম্প্রচারের স্বত্ব স্টার স্পোর্টস পেলেও অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিং করার অধিকার পেয়ে যায় রিলায়েন্স।

ডিজনি কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, যখন রিলায়েন্স সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই সকলের দেখার জন্য বিনামূল্যে আইপিএলের লাইভ স্ট্রিমিং করেছিল। এতে সাড়াও মিলেছিল বিপুল। এর পাল্টা ডিজনি প্লাস হটস্টারে নিখরচায় ২০২৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখানো হয়।

এই প্রতিযোগিতায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে ডিজনি। মোবাইলে জিও সিনেমা বড় সংখ্যক ক্রিকেট দর্শককে আকৃষ্ট করায় টিভি বিজ্ঞাপন থেকে ডিজনির আশানুরূপ আয় হয়নি।

তাই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে রিলায়েন্সের সঙ্গে হাত মেলাতে কার্যত বাধ্যই হয়েছে তারা। একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রচার সংস্থা কোনো ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের করায়ত্ত হওয়া গণমাধ্যমের দুনিয়ার একটি বড় ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম স্টাডিজের অধ্যাপক মানস ঘোষ বলেন, এর ফলে ছবির পরিবেশনায় বড় পরিবর্তন দেখা যাবে। দেশীয় পরিবেশকদের হাতে আর সবটা থাকবে না। সেটা আন্তর্জাতিক চেহারা নেবে। সাধারণ দর্শকদের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, তাদের কোনো সুবিধা বা অসুবিধার বিষয় এতে নেই।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক অশোক বিশ্বনাথনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, রিলায়েন্সের শাখা সংস্থা এর আগে বাংলা ছবি করেছে। কিন্তু তা খুব উচ্চ মানসম্পন্ন হয়েছে, বলা যাবে না। তাছাড়া ডিজনি যে ধরনের বিনোদন উপকরণ তৈরি করে, তার সঙ্গে আমাদের জনরুচি ততটা খাপ খায় না। ফলে আমি এই বোঝাপড়া নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নই।

### একচেটিয়া ব্যবসা?

দেশ ও বিদেশের দুই বড় সংস্থা হাত মেলানোয় ভারতে বিনোদন জগতে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যৌথ সংস্থার হাতে ১২০টি টিভি চ্যানেল থাকবে। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে দুটি অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, ডিজনি প্লাস হটস্টার এবং জিও সিনেমা।

অতীতে টেলিকম ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসার প্রভাব দেখা গিয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস জিও ব্র্যান্ডের অধীনে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর ভারতের টেলিকম পরিষেবায় বিপুল পরিবর্তন এসেছে। প্রতিযোগিতার চাপে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একের পর এক মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা।

বিনোদনের ক্ষেত্রে ভারতে আর যেসব সংস্থা ব্যবসা করে, তাদের ভবিষ্যতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। সোনি, আমাজন প্রাইম, জি এন্টারটেইনমেন্ট, নেটফ্লিক্স ছাড়াও প্রাদেশিক স্তরে ছোটখাটো অনেক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে। তারা কি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে?

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল মিডিয়া শাখার ডিন অভিজিৎ দাশগুপ্ত বলেন, এক কথায় বলা যায়, ছোট বড়র যুদ্ধ হবে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে। ভায়াকম বা স্টার বড় আকার ধারণ করবে। তাই সোনি বা জি নেটওয়ার্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হবে।

সিনেমাটোগ্রাফার প্রেমেন্দুবিকাশ চাকী বলেন, সর্বভারতীয় মিডিয়ার অধিকাংশ জায়গাটাই দুই তিনজন ব্যবসায়ীর হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে। তারাই যদি বিনোদন নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের মতামতের বাইরে বিনোদন জগৎ যেতে পারবে না। সেটা নিউজ হোক বা সিনেমা। এটা কাম্য নয়। তবে তার মতে, যারা হলিউডে এতদিন উচ্চমানের কাজ করেছেন, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র। ভারতে থেকে আন্তর্জাতিক মানের কাজের সুযোগ বাড়বে।

# শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাপতিয়াগছ ও বন্দরগছ এলাকা দিয়ে দুটি হাতি কাটাঁতার পেরিয়ে বাংলাদেশের জিরো পয়েন্টে ঢুকে পরে

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাপতিয়াগছ ও বন্দরগছ এলাকা দিয়ে দুটি হাতি কাটাঁতার পেরিয়ে বাংলাদেশের জিরো পয়েন্টে ঢুকে পরে। আর এতে ফের একবার অস্বস্তিতে বন দপ্তর। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও। তবে হাতি দুটিকে ফিরিয়ে আনতে গরুমারা থেকে কাবেরি নামে একটি কুনকি হাতিকে আনা হচ্ছে। পাশাপাশি রাতের দিকে হাতি দুটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করে এপার বাংলায় ফেরানো হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে বন আধিকারিকরা। কার্শিয়াংয়ের ডিএফও হরি কৃষ্ণা, এডিএফও ভুপেন বিশ্বকর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ডেকে পাঠানো হয় বৈকুন্ঠপুর, ঘোষপুকুর, টুকুরিয়া, বাগডোগরা রেঞ্জের বন কর্মীদের। খবর দেওয়া হয় শুকনা এলিফ্যান্ট স্কোয়াড ও গরুমারা এলিফ্যান্ট স্কোয়াডকেও। গরুমারা রেঞ্জ থেকে কাবেরি নামে এক কুনকি হাতিকে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কুনকি হাতি দিয়ে ওই দুই হাতিকে এপার বাংলায় আনার চেষ্টা করা হবে।

### ডি ওয়াই এফ আই অর্থাৎ বামপন্থী ছাত্র যুব মহিলা সংগঠন গুলির ডাকে একটি প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন

**কলকাতা ঃ** ২৩ ফেব্রুয়ারি ডি ওয়াই এফ আই অর্থাৎ বামপন্থী ছাত্র যুব মহিলা সংগঠন গুলির ডাকে একটি প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করা হয় যেটা স্থান হয় মৌলা আলী মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত
আজকের এই প্রতিবাদ মিছিলের মূলত বিষয়টি হয়
বেশ কিছুদিন ধরে আমরা দেখছি সন্দেশখালি উত্তপ্ত হয়ে আছে মা বোনেদের উপর নির্যাতন চলছে রাজ্য সরকার চুপ করে বসে আছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন বড় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না এবং কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের বাজেটের মধ্যেও রয়েছে বঞ্চনা তারই প্রতিবাদে আজ সমস্ত বামপন্থী ছাত্র যুব মহিলা সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি

### ফের ক্ষোভ এ সন্দেশখালির

**কলকাতা ঃ** ফের ক্ষোভ এ সন্দেশখালির। শুক্রবার সকাল থেকেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় সন্দেশখালি বেরমজুর এলাকায়। লাঠি নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ক্ষোভ সামলাতে ঘটনাস্থলে আসেন ডিজি রাজীব কুমার ও এডিজি দক্ষিণ বঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। বেরমজুরের তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উপড়ে দিয়েছে স্থানীয়দের একাংশ। সেই সময় কিছুটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও। ফের গ্রামবাসীরা আবার ক্ষোভ উগড়ে দেন ঝুপখালির গ্রামবাসীরা। আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। রাস্তঅবরোধ করে দেন গাছের গুড়ি কাঁটা দিয়ে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ।

### আসানসোলের জামুরিয়ার জাদুডাঙ্গায় এক বেসরকারি কারখানায় ভয়াবহ আগুন

**কলকাতা ঃ** আসানসোলের জামুরিয়ার জাদুডাঙ্গায় এক বেসরকারি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে দমকলের কর্মীরা এসে আগুন নেভানোর কাজ করছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বিছানার গদি জাতীয় কোন সামগ্রী তৈরি হতো এই কারখানায়। পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত। স্থানীয়রা জানান সকালে প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ তারা প্রথম এই আগুন ও কালো ধোঁয়া দেখতে পান। দমকলের একটা ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে। আগুনের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় যাই বেশ কিছু অংশ। দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন প্রাথমিকভাবে তারা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন, আগুন নিভে গেছে । তবে আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি। ঘটনার জেরে পার্শ্ববর্তী এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

### বীর চিলারায়ের ৫১৪তম জন্মদিনে পালন করা হলো কোচবিহারে

**কোচবিহার ঃ** বীর চিলারায়ের ৫১৪তম জন্মদিনে পালন করা হলো কোচবিহারে।এদিন সকালে কোচবিহার বাবুরহাট আসাম কোচবিহার প্রবেশদ্বারে অবস্থিত নব্য নির্মিত চিলা রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে দিনটির সূচনা করেন কোচবিহার জেলা প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার মহকুমা শাসক, কোচবিহার পৌরসভার পৌর প্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, জেলা এসি ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পরেশ চন্দ্র বর্মন সহ অন্যান্যরা। পার্থ প্রতিম রায় বলেন, গোটা বিশ্বে সময়ের যত বীর যোদ্ধা ছিল তার মধ্যে চিলারায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। তিনি চিলের মত দৃষ্টি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাই তার নাম হয়েছে চিলারায়। পরবর্তীতে তারই যুদ্ধনীতি অবলম্বন করেছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বীর শিবাজী মহারাজ। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করে বলেন, চিলা রায়ের এর যুদ্ধ কৌশল গরিমা এবং তার ঐতিহ্য পাঠ্যপুস্তকের আওতাভুক্ত হলে ছাত্রছাত্রীরা তার সম্পর্কে অনেকটাই জানতে পারে। এই মর্মে তিনি পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কথিত আছে ভুটান এবং মহল আক্রমণ থেকে কোচবিহার রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন তিনি। সুতরাং তার ইতিহাস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

### সন্দেশখালি ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বিজেপির

**জলপাইগুড়ি ঃ** জেলার বিভিন্ন থানায় শুরু হয়েছে এই বিক্ষোভ মিছিল। সন্দেশখালি ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বিজেপির। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন থানায় শুরু হয়েছে এই বিক্ষোভ মিছিল। তাদের দাবি সন্দেশখালীতে আন্দোলনরত বিজেপি মহিলা মোর্চার কার্যকর্তাদের উপর পুলিশের অত্যাচার এবং হেনস্থার পাশাপাশি সন্দেশখালি ঘটনার মূল কান্ডারী শেখ শাহাজাহানকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে জলপাইগুড়ি জেলার ভোরের আলো থানায় ( মিলনপল্লী) বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি পালন করা হবে মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে ।

### অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন না থাকলে এক্সরে রিপোর্টের ছবি পাচ্ছেন না জলপাইগুড়ি হাসপাতালে আসা রোগীরা

**জলপাইগুড়ি ঃ** অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন না থাকলে এক্সরে রিপোর্টের ছবি পাচ্ছেন না জলপাইগুড়ি হাসপাতালে আসা রোগীরা। এই নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয়দের।হাসপাতালে এই নিয়মের প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনে সামিল হলেন বিজেপি নেতা কর্মিরা। অবিলম্বে এই নিয়ম বন্ধ করার দাবি জানান তারা। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি সমর্থকরা। বিজেপি নেতা মনোজ শাহ বলেন, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন না থাকলে এক্সরে রিপোর্টের ছবি পাচ্ছেন না হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয়রা। বিষয়টি নিয়ে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এরই প্রতিবাদে আংদোলনে নেমেছেন তারা। এছাড়া আরও বিভিন্ন দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

### 'চা শ্রমিক একতা যাত্রা' শুরু আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের

**আলিপুরদুয়ার ঃ** দোরগোড়ায় লোকসভা ভোট। তার আগে চা বলয়ে 'চা শ্রমিক একতা যাত্রা' শুরু করে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। জানা গিয়েছে, কুমারগ্রাম ব্লকের সঙ্কোশ বাগান থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। শনিবার ওই যাত্রা এসে পৌঁছায় ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানে।এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বারা ওরাওঁ, ছিলেন ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জয় দাস,ছিলেন ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির সভাপতি আনন্দ খাড়িয়া প্রমুখ। এদিন একটি পথসভাও করা হয় তাসাটি ফুটবল মাঠে।ওই পথসভায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধোনা করার পাশাপাশি মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গুলির কথা তুলে ধরেন তৃণমূল নেতারা। চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, জমির পাট্টা, চা সুন্দরি প্রকল্পের ঘর তৈরির বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়।

### নাগরিকদের সমস্যা সমাধান না হওয়ায় পুরকর্মীদের উপর ক্ষেপে উঠলেন মেয়র

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ি শহরের নাগরিকদের একাধিক সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ক্ষেপে উঠলেন মেয়র, এবং পুরকর্মীদের সর্তক করে হুশিয়ারী দেন তিনি।শহরতলির একাধিক ড্রেন,কালভার্ট,রাস্তার বেআইনি বিল্ডিং এর সমস্যার কথা শোনেন মেয়র গৌতম দেব।এরই মাঝে কিছু সমস্যা সমাধানে পুরকর্মীদের আচরন শুনে ক্ষেপে লাল মেয়র গৌতম দেব।পুরকর্মীদের কড়া হুশিয়ারী দেন মেয়র। মানুষ সমস্যার জন্য এখানে ফোন করে।তা দেখে শুনে সমস্যা সমানের চেষ্টা করাটা প্রধান লক্ষ্য।তা না করে কাজের কোন ফলোয়াপ নেই এটা কি হচ্ছে।

### সন্দেশখালি ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য বিজেপির কর্মসুচির অঙ্গ হিসেবে এনজেপি থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেয় বিজেপি মহিলা মোর্চা

**শিলিগুড়ি ঃ**সন্দেশখালি ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য বিজেপির কর্মসুচির অঙ্গ হিসেবে এনজেপি থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেয় বিজেপি মহিলা মোর্চা। সেই মতো বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা নিউ জলপাইগুড়ি থানা ঘেরাও করতে আসেন। সেখানেই আন্দোলনকারীদের বাধার সৃষ্টি করে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাতেই শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি।এদিন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বেলা বারোটা নাগাদ মিছিল করে থানার সামনে আসতেই তাদেরকে পুলিশ গেটের মুখে আটকে দেয়। প্রতিবাদে থানার সামনে অবস্থানে বসে পড়ে বিজেপি নেতা কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় তাদের।বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জি অভিযোগ করেন যে,রাজ্যের পুলিশ শাসক দলের দলদাসে পরিনত হয়েছে।সন্দেশখালিতে আন্দোলনরত গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছে।সন্দেশখালির মহিলাদের উপর অকথ্য মানসিক ও শারিরীক অত্যাচার চালাবার পরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় মুল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের আরাল করার চেষ্টা করছে।অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান তিনি।।

### দিনের আলোয় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো ফুলবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাজীবনগরে

**শিলিগুড়ি ঃ**দিনের আলোয় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো ফুলবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাজীবনগরে। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।এই চুরির ঘটনাটি সামনে আসে শুক্রবার সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ। এই বাড়িতে থাকেন শিবানী দাস ও তার ছেলে সুদীপ দাস। কয়েকদিন আগে শিবানী দেবী আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে যান বাড়িতে একাই থাকতেন ছেলে সুদীপ দাস ওরফে বিকি। প্রতিদিনের মতো ঘরে তালা বন্ধ করে সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান।শুক্রবার সন্ধ্যে নাগাদ ঘরে ফিরতেই দেখতে পান বাড়ির দুটি তালা ভাঙ্গা রয়েছে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান সবকিছু লণ্ডভণ্ড। তিনি চিৎকার করতেই পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এরপর দেখা যায় ঘরের আলমারিতে রাখা ৩৫ হাজার টাকা একটি মোটা সোনার চেন ও আংটি আলমারিতে নেই। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রাতেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় খবর দিলে সাদা পোশাকের পুলিশ এসে সরজমিনের খতিয়ে দেখেন এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।তবে এদিনের চুরির ঘটনার পর এলাকায় মানুষেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বলছেন দিনের আলোয় যদি এভাবে চুরি হয় তাহলে রাতে কি হবে এই ভেবে এখন সকলেই আতঙ্কিত।

### শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে পিস্তল সহ এক জনকে গেপ্তার করলো প্রধান নগর থানার পুলিশ

**শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে পিস্তল সহ এক জনকে গেপ্তার করলো প্রধান নগর থানার পুলিশ ।গতকাল গোপন সূত্রের খবর পেয়ে প্রধান নগর থানার সাদা পোষাকের পুলিশ মুকেশ বিশ্বকর্মা বাড়ি সিকিমে রানিপুল এলাকাতে ।গতকাল সন্ধ্যাবেলাতে জংশন এলাকাতে পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলো খবর যায় প্রধান নগর থানার পুলিশের কাছে পুলিশ কে দেখতে পারলে ভাগাচেষ্টা করলে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে ।তাকে তল্লাসি করলে তার কাছ থেকে গুলি সহ একটি পিস্তল উদ্ধার করে প্রধান নগর থানার পুলিশ। আজ ধৃত মুকেশ বিশ্বকর্মা কে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়

### গরুমারা জঙ্গল ধংস করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিরোধিতা করে হাইকোর্টের দারস্থ বিধায়ক শংকর ঘোষ

**শিলিগুড়ি ঃ**একটি বেসরকারি সংস্থা গরুমারা জঙ্গল কেটে সেখানে ইকো হাব ই টুরিজম গড়ে তোলার বিরোধিতা করে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ হাইকোর্টের দারস্থ হতে চলেছে।শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান সরকারের সহযোগিতায় একটি বেসরকারি সংস্থা সারি সারি গাছ কেটে সেখানে পর্যটন স্থান গড়ে তুলছেন।এর বিরোধিতা জানিয়ে ইতি মধ্যে আইনের দারস্থ হয়েছেন।সেখান থেকে সঠিক কোন সুরাহা না মেলায় এখন হাইকোর্টে দারস্থ হয়েছে

# জটেশ্বরে পালন করা হলো বিশ্ব মহাবীর চিলা রায়ের জন্মজয়ন্তী

**আলিপুরদুয়ার ঃ** ফালাকাটার জটেশ্বরে পালন করা হলো বিশ্ব মহাবীর চিলা রায়ের জন্মজয়ন্তী। শনিবার সকালে বিশ্ব রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ জটেশ্বর শাখার উদ্যোগে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর ট্রাফিক মোড় এলাকায় বীর চিলা রায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এদিন বিশ্ব মহাবীর চিলা রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সদস্যরা।এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন।

### পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

**জলপাইগুড়ি ঃ** অবসর গ্রহণের পূর্বেই চাকরিরত অবস্থায় এক পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হল। শনিবার ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের তরফ থেকে এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। জানা যায় ময়নাগুড়ির হাসপাতাল পাড়ার বাসিন্দা তথা রাজ্য পুলিশের ডি আই বি বিভাগে কর্মরত ছিলেন মুকুল রায়। বর্তমানে তিনি ধুপগুড়ি থানায় এই বিভাগে কাজ করতেন। শুক্রবার শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা বোধ করায় তাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার সকালে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুকুল বাবু। এক সময় ময়নাগুড়ি থানায় কর্মরত ছিলেন এই পুলিশ কর্মী। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা ময়নাগুড়ি। সেই কারণে শনিবার সেই মরদেহ ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসলে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের তরফ থেকে গার্ড অফ অর্নার দেওয়া হয়। দুই মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম রুদ্র নারায়ণ সাউ বলেন, খুবই দুঃখজনক একটি ঘটনা। গতকাল মুকুলবাবু অসুস্থ ছিলেন। আজকে সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজকে খবরটি পাওয়ার পর ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসা হয় এবং শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

## FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper (JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK) to be published in the first issue every year after the last day of February

1. Place of publication : Ranchi
2. Periodicity of its publication : Daily
3. Printer's Name : Rajat Kumar Gupta
   Nationality : Indian
   Address : A- 24, Harmu Housing Colony Near Patel Chowk, HARMU, RANCHI
4. Publisher's Name : Rajat Kumar Gupta
   Nationality : Indian
   Address : A- 24, Harmu Housing Colony Near Patel Chowk, HARMU, RANCHI
5. Editor's Name : Rajat Kumar Gupta
   Nationality : Indian
   Address : A- 24, Harmu Housing Colony Near Patel Chowk, HARMU, RANCHI
6. Names and addresses of individuals who own the news-paper and partners or shareholders holding More than one per cent of the total capital.
   1. Rajat Kumar Gupta

I, Rajat Kumar Gupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 29/02/24 Signature of Publisher

### সন্দেশখালি ইস্যুতে মহিলা মোর্চার থানা ঘেরাও

**জলপাইগুড়ি ঃ** ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় সন্দেশখালির ঘটনা। সেই ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বরা গ্রামের মহিলাদের সাথে কথা বলতে গেলে বাধার মুখে পড়েন বলে অভিযোগ। রীতিমতো পুলিশ তাদের হেনস্থা করেন বলেও অভিযোগ। শুক্রবার সন্দেশখালিতে বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র এবং লকেট চ্যাটার্জিকে আটকে দেন পুলিশ। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য কমিটির তরফ থেকে প্রতিটি থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয় শনিবার। এদিন ময়নাগুড়ি বিধানসভার মহিলা মোর্চার তরফ থেকে একটি মিছিল করে গোটা ময়নাগুড়ি শহর পরিক্রমা করে। এরপর থানা ঘেরাও কর্মসূচি করেন তারা। এদিকে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের তরফ থেকে থানা ঢোকার মূল গেটে ব্যারিকেট করে দেওয়া হয়। সেখানেই কিছুক্ষণ স্লোগান দেওয়ার পর ফিরে যান বিজেপির মহিলা মোর্চারা। এই বিষয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী দীপা বণিক অধিকারী বলেন, গতকাল সন্দেশখালি তে আমাদের লকেট চ্যাটার্জি এবং মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রকে আটকে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি থানা, পুলিশ ফাঁড়িতে আমাদের এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি।

### ডুয়ার্সের ফুসফুস লাটাগুড়ি জঙ্গল কেটে আবাসন নির্মাণের বিরুদ্ধে মামলা হাই কোর্টে

**জলপাইগুড়ি ঃ** রাজ্যের পরিবেশ সংক্রান্ত হাই পাওয়ার কমিটিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেসের আদেশ, কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ,মামলকারি উকীল নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য।দীর্ঘ সময় ধরেই পরিবেশ কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে চলে আসছিলো আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সমর্থনে গত বছর লাটাগুড়ি ছুটে এসেছিলেন ভারতের অন্যতম সমাজকর্মী এবং নদী আংদোলনের নেত্রী মেধা পার্টেকর।অবশেষে ডুয়ার্সের ফুসফুস বলে বিখ্যাত গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়ির জঙ্গলে বেসরকারী আবাসন নির্মাণের কাজের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হলো বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে সম্প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় এমনটাই জানিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক ডাঃ শংকর ঘোষ।এই প্রসঙ্গে ডাঃ শংকর ঘোষ জানান, জঙ্গলের মধ্যে প্রায় কুড়ি বিঘে বন ধংস করে যদি আবাসন প্রকল্প গড়ে ওঠে তার বিরূপ প্রভাব পরবে পরিবেশের ওপর।

### সাত সকালে দাপিয়ে বেড়ালো একটি বুনো হাতি

**শিলিগুড়ি ঃ**সাত সকালে দাপিয়ে বেড়ালো একটি বুনো হাতি।শনিবার সকাল বেলা ফুলবাড়ী ১ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় হাতি দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।যদিও এখনো পর্যন্ত হাতির আক্রমণে কোনো রকমের বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে হাতিটি ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের পাশে ভোলার মোড় আরপিএফ এর চার নম্বর ব্যাটেলিয়ানে ভীতরে। হাতি লোকালয়ে চলে আসার খবর পেয়ে ছুটে আসে শিলিগুড়ি ডাব গ্রাম রেঞ্জের বন কর্মীরা। তারা ইতিমধ্যে হাতিটিকে নজরে রাখতে শুরু করেছেন।। মনে করা হচ্ছে হাতিটি বৈকন্ঠপুর জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে এসেছে খাবারের খোঁজে। দিনের আলো ফুটতেই হয়তো পথ ভুলে আর জঙ্গলে ফিরতে পারেনি। তবে ফোনকর্মীরা নজর রাখছে এবং সন্ধ্যা নাগাদ তাকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করা হবে বলে বনদপ্তর সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে লোকালয়ে এত বড় হাতি চলে এসেছে খবর শুনে প্রচুর মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন হাতি দেখতে। এই খবর লেখা পর্যন্ত হাতিটি রয়েছে টি পার্ক সংলগ্ন আরপিএফ এর চার নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ভিতরে।

## আজকের দিনটি

**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

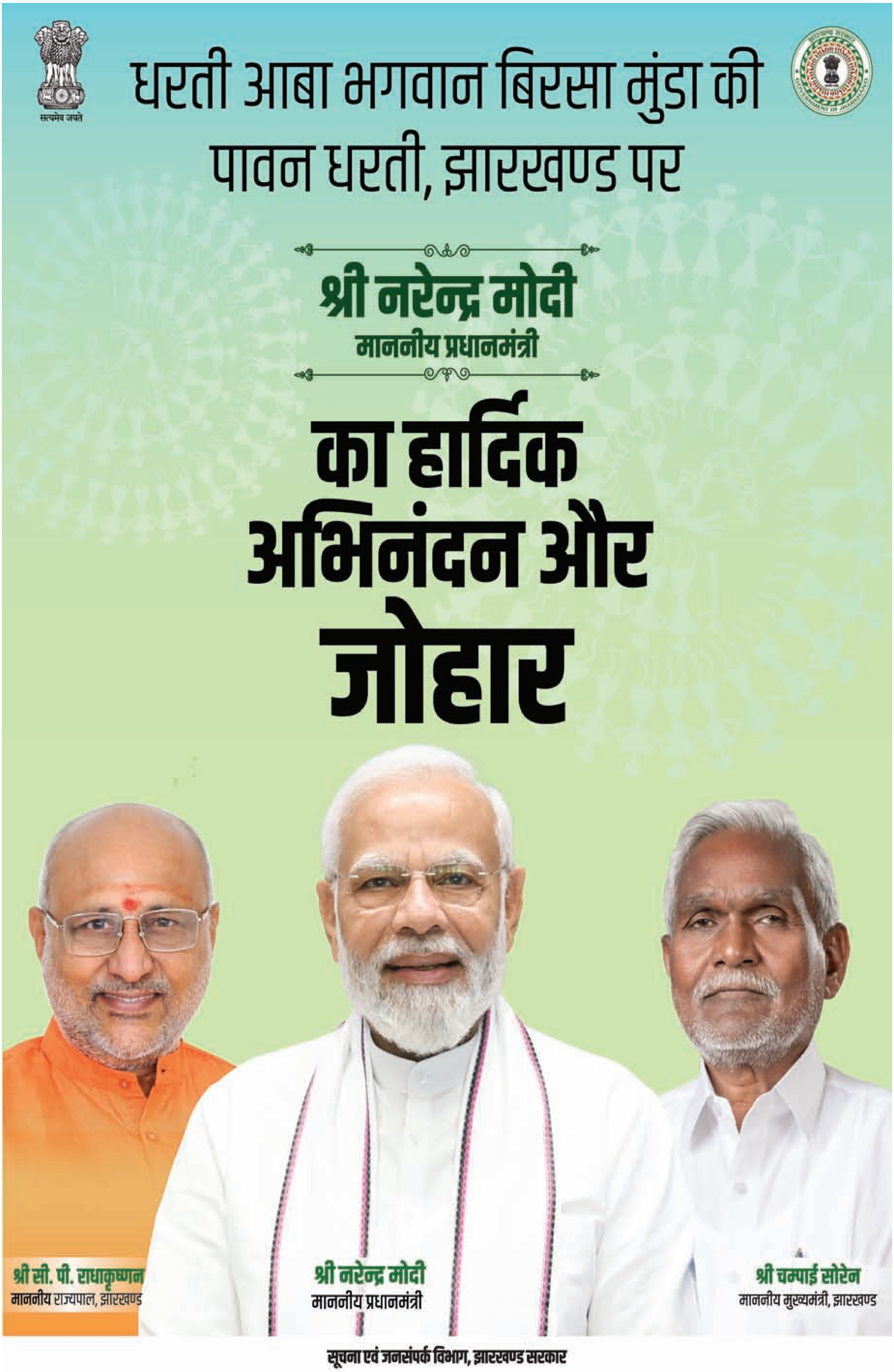
सत्यमेव जयते
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की
पावन धरती, झारखण्ड पर
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
का हार्दिक
अभिनंदन और
जोहार
श्री सी. पी. राधाकृष्णन
माननीय राज्यपाल, झारखण्ड
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री चम्पाई सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

## সম্পাদকীয়

### শামীমা বেগমদের ব্যাপারে যুক্তরাজ্য হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে

বছর পাঁচেক আগে উত্তরপূর্ব সিরিয়ার একটি বন্দিশিবিরে শামীমা বেগমকে খুঁজে পেয়েছিলেন টাইমসের এক সাংবাদিক। তাঁর কাছেই যুক্তরাজ্যে ফেরার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে এটা পরিষ্কার যে শামীমার আশা পূরণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। শুক্রবার আদালত যে রুল জারি করেছেন, তাতে তারা বলেছে যুক্তরাজ্যের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ ব্রিটিশ নাগরিক শামীমা বেগমের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত দেন, তা আইনানুগ ছিল। এই রুল শামীমা বেগমের বিরুদ্ধে গৃহীত বিচারিক সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। শামীমা ১৫ বছর বয়সে তাঁর দুই বন্ধুসহ পূর্ব লন্ডনের বাড়ি ছেড়ে ইসলামিক স্টেটে (আইএস) যোগ দিতে যান। স্পেশাল ইমিগ্রেশন অ্যাপিলস কমিশন (সিয়াক) এর আগে বলেছিল, শামীমা বেগম (২৪) কোনো পক্ষ দ্বারা ‘প্রভাবিত’ ও ‘কারসাজির শিকার’ হয়েছিলেন। ভুক্তভোগী শিশু হিসেবে শামীমা খুব সম্ভবত কারও কারও যৌনলিপ্সা বা উগ্রবাদী যুক্তির খপ্পরে পড়েছিলেন। জাভিদ নিজেও এই বিষয়গুলো বিবেচনা করেছিলেন, যদিও পরে তিনি সব যুক্তিই খারিজ করে দেন। সবশেষ আপিল আদালতও সিয়াকের এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একমত পোষণ করে। একই কারণে তাঁর আইনজীবীরা যুক্তি তুলে ধরেন যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শামীমা ‘রাষ্ট্রহীন’ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিক, কিন্তু বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন না। সে কারণে যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া বেআইনি।

তাঁদের এই যুক্তি আদালত গ্রহণ করেননি। আদালতের সর্বসম্মত রায়ে উল্লেখ ছিল, ‘শামীমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এটা জানার পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে নাগরিকত্ব বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, তিনি জনস্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেছেন।’ শামীমার আইনজীবীরা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে, এই লড়াইয়ের ফল তাঁর পক্ষে যাবে কি না, সে নিয়ে আইনজীবীরা সন্দিহান। কারণ, তিনটি আপিল আদালতই সিয়াকের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই ইস্যুতে উত্থাপিত নানা যুক্তিতর্ক নিজের মতো করে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করার পূর্ণ স্বাধীনতা জাভিদের রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যতক্ষণ পর্যন্ত না আইনের ব্যত্যয় হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই স্বাধীনতা ভোগ করবেন। রিপ্রিভের অবৈধ আটকাদেশবিষয়ক প্রধান ক্যাথেরিন করনেট শামীমা বেগমসহ সিরিয়ার বন্দিশিবিরে আটক ব্যক্তিদের মামলা তত্ত্বাবধান করছেন। আপিল আদালতের রায় সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, এই রায় থেকে আমরা যা দেখছি তা হলো শামীমার যুক্তরাজ্যে ফেরার বিষয়টি একটা রাজনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধানও রাজনৈতিক।’ রাজনৈতিক সমস্যা বলতে করনেট আসলে শামীমা বেগম ছাড়াও আরও যেসব ব্রিটিশ নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। এই মানুষগুলো উত্তরপূর্ব সিরিয়ায় আইএসের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে কুর্দিদের পরিচালিত বন্দিশিবিরে আছেন। যুক্তরাজ্য এ সমস্যাকে আর আমলে নিতে চাইছে না। তারা বন্দিশিবিরে থাকা নাগরিকদের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছে। আইএসের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের চার বছর পর, মাত্র দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ও ১৫টি শিশুর প্রত্যাবাসন করে যুক্তরাজ্য অন্য দেশগুলোর তুলনায় ভিন্ন একটি পথ বেছে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স ১৬০টি শিশু ও ৫০ নারীকে ফিরিয়ে নিয়েছে। জার্মানি ১০০ নারী ও শিশুর প্রত্যাবাসন করেছে। এদিকে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া তাদের নাগরিকদের দেশে ফিরতে দিয়েছে। ২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, নিরাপত্তা বিবেচনায় প্রত্যাবাসনই সঠিক পদক্ষেপ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেরা বিকল্প। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব আছে এমন ২০-২৫ জন নারী ও তাঁদের পরিবার সিরিয়ার শিবিরগুলোয় অবস্থান করছে। তাঁদের প্রত্যেকেরই নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা যুক্তরাজ্যের আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করছেন। করনেট বলেন, ‘এখানে আসলে কী ঘটছে সে সম্পর্কে এই মামলা জনমত গঠন করবে। আমরা অল্প কিছু পরিবার নিয়ে কথা বলছি। তাদের মধ্যে আবার বেশির ভাগ শিশু এবং তারা অন্যায়ভাবে বন্দিশিবিরে আটকা পড়ে আছে। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। তারা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে আছে। তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা যায়, যদি কোনো অভিযোগ থেকে থাকে, সে সম্পর্কে প্রশ্নও করা যায়।’ বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধের বিচার যুক্তরাজ্যে করা সহজ নয়।

# গুজরাট উপকূলের কাছে উদ্ধার রেকর্ড পরিমাণ মাদক

ভারতের পোরবন্দর উপকূলে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩,৩০০ কেজি মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী ও নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। নৌবাহিনী বলছে, এই অভিযানে ৩০৮৯ কেজি চরস, ১৫৮ কেজি মেথামফেটামিন বা মেথ এবং ২৫ কেজি মরফিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবারের ওই অভিযানের কথা ভারতীয় নৌবাহিনী সামাজিক মাধ্যম এক্স এ (সাবেক টুইটার) জানিয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনী জানিয়েছে, নজরদারির জন্য ব্যবহার করা পি ৮ আই এলআরএমআর বিমান প্রথমে এ বিষয়টির তথ্য দেয় তাদের। মাদক পাচারের বিষয়টিকে নিশ্চিত করে নারকোটিক্স ব্যুরো। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সন্দেহজনক একটি নৌকার দিকে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পরই ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ সন্দেহভাজন ওই নৌকাটিকে আটক করে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

রুবি
প্রাবন্ধিক

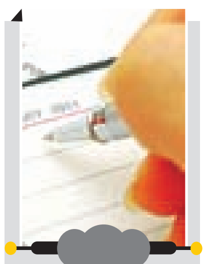

নৌবাহিনী জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা মাদকের পরিমাণের নিরিখে এটাই সবচেয়ে বড় অভিযান। গুজরাট উপকূলে জলসীমারেখার কাছে সন্দেহজনক নৌকাটিকে আটক করা হয়।

নৌকাটি এবং সেটির নাবিকদের ভারতীয় বন্দরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

**বৃহত্তম মাদক উদ্ধার অভিযান**

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, ভারতীয় নৌবাহিনী ও গুজরাট পুলিশকে এই অভিযানের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি সামাজিক মাধ্যম এক্স এ (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে এই অভিযান মাদকমুক্ত ভারতের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (অপারেশনস) জ্ঞানেশ্বর সিং এই মাদক অভিযানের ব্যাপারে বিশদ তথ্য দিয়েছেন।

ভারতীয় নৌবাহিনী, এনসিবি এবং গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা বা এটিএস যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩,৩০০ কেজি মাদক উদ্ধার করেছে। বাজেয়াপ্ত করা মাদকের পরিমাণের দিক থেকে এটাই দেশের বৃহত্তম অভিযান। বাজেয়াপ্ত করা মাদকের মধ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণে আছে চরস ও হাশিশ।

এ ঘটনায় সন্দেহভাজন পাঁচজন বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য এনসিবি, নৌবাহিনী এবং এটিএস গুজরাটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্তান টাইমসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই বছরে ভারতীয় নৌবাহিনীর সহযোগিতায় এনসিবি তিনটি অভিযান চালিয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গুজরাট উপকূলে ২২১ কেজি মেথামফেটামিন বা মেথ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

এর পর ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে কেরালা উপকূলে ২০০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। গত বছরের মে মাসে পাকিস্তান থেকে আসা একটি জাহাজ থেকে ২৫০০ কেজি মেথামফেটামিন বা মেথ বাজেয়াপ্ত করেছিল এনসিবি।

**গুজরাটে মাদক কোথা থেকে আসে?**

গত কয়েক বছরে জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন এজেন্সি গুজরাট থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে।

মাদক উদ্ধারের এইসব অভিযান মূলত চালানো হয়েছে কচ্ছ, জামনগর, সৌরাষ্ট্রের উপকূলবর্তী কয়েকটি এলাকা এবং দক্ষিণ গুজরাটের কিছু জায়গায়।

কচ্ছ এলাকার গান্ধীধাম থেকে কিছুটা দূরে মিঠি রোহর নামের একটি গ্রামের সমুদ্র তীর থেকে ২০২৩ সালে প্রায় ৮০ কেজি কোকেন উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ।

এর আগে ২০২১ সালে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) মুন্দ্রা বন্দর থেকে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের তিন হাজার কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করেছিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এত বড় বড় মাদকের চালান গুজরাট উপকূলে কীভাবে পৌঁছায় এবং কারাই বা এই মাদক চোরাচালানের প্রচেষ্টা চালায়?

নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে গুজরাটে উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎপত্তিস্থল পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা ইরান।

অর্থ মন্ত্রকের গোয়েন্দা বিভাগ ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স, ডিআরআই সূত্রে খবর, তদন্তে আফগান নাগরিকদের নামও উঠে আসছে।

আফগানিস্তানে ক্ষমতার পালাবদলের কারণেই মাদক চোরাচালান বেড়েছে কি না, সেদিকে নজর রাখছে এজেন্সিগুলো।

আফিম চাষী ও চোরাকারবারিদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি তালেবানের আয়ের একটি বড় উৎস।

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত দপ্তরের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের মোট আফিম উৎপাদনের ৮০ শতাংশই হয় আফগানিস্তানে। সেই আফিমই পরিশোধন করে হেরোইনসহ নানা মাদক তৈরি করা যায়। ভারতের নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর নিয়ম অনুযায়ী, পাঁচ গ্রাম পর্যন্ত হেরোইন ধরা পড়লে সেটিকে ‘স্বল্প পরিমাণ’ বলেই ধরে নেওয়া হয়।

আবার, ২৫০ গ্রাম বা তার বেশি ওজনের হেরোইনকে ‘বড় পরিমাণ’ বলা হয় এবং ওই চালান বিক্রি করার জন্যই আনা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গুজরাটের সালায়া, ওখা, মান্ডভি ও সৌরাষ্ট্র বন্দর থেকে সোনা, ঘড়ি বা বৈদ্যুতিন সামগ্রী পাচার হত। এর জন্য ‘ধও’ নামের ছোট দেশীয় জাহাজ ব্যবহার করা হত।

পোরবন্দরের গোসাবারা বন্দরে ১৯৯৩ সালে আরডিএক্স বিস্ফোরক আনা হয়েছিল, যা পরে মুম্বাই বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গত কয়েক বছর ধরে গুজরাটকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগেও কচ্ছ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের সীমান্ত দিয়ে সুড়ঙ্গ বা পাইপের মাধ্যমে ভারতে মাদক পাচার করে আনা হত। গুজরাটে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে, যা ভারতের অন্য যে কোনও রাজ্যের তুলনায় দীর্ঘতম।

গুজরাটে ৩০ হাজারেরও বেশি নৌকা ও ছোট নৌযান নথিভুক্ত রয়েছে। ফলে উন্মুক্ত সমুদ্রে আন্তর্জাতিক জলসীমায় সেগুলির চলাচলের ওপরে নজরদারি করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দেওয়া খবর, জেলেদের মধ্যে থেকে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে খবর জোগাড় করা ছাড়াও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ভারতের দিকে আসা জাহাজগুলির ওপরে নজরদারি চালায় নিরাপত্তা এজেন্সি, নৌবাহিনী এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী।

**কারা মাদক পাঠায়, কারা কেনে?**

গুজরাট সন্ত্রাস দমন বাহিনীর ডেপুটি পুলিশ সুপার ভবেশ রোজিয়া কিছুদিন আগে বিবিসিকে বলেছিলেন, গুজরাট থেকে যেসব মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেগুলো মূলত উত্তর ভারতে পাচারের জন্য আনা হয়। তার কথায়, গুজরাটে মাদক পৌঁছানোর পর তা মূলত নানা ব্যক্তির মাধ্যমে দিল্লি ও পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয়। গুজরাটে মাদক পৌঁছনর পরে বাস, ট্রেন বা গাড়িতে করে তা বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদক গুজরাটের কোনও একজন ব্যক্তির কাছে যায় না। প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মাদক আনিয়ে সেগুলো আবার গুজরাটের বাইরে পাচার করার জন্য আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়।

সম্প্রতি গুজরাট সন্ত্রাস দমন বাহিনী এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীর যৌথ অভিযানে ভারতের জলসীমার অভ্যন্তর থেকে ২৮০ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। গুজরাট এটিএস জানিয়েছে, পাকিস্তানের মাদক মাফিয়া মুস্তাফা ‘আল হাজ’ নামের একটি নৌকায় করে পাকিস্তান থেকে কোটি কোটি টাকা মূল্যের মাদক পাঠিয়েছিল। ওই মাদকের চোরাচালানটি গুজরাট হয়ে উত্তর ভারতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। গুজরাট সন্ত্রাস দমন বাহিনী আগেই এই বিষয়ে তথ্য পেয়েছিল। তারা উপকূলরক্ষী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মাঝপথে সেই নৌকাটি ধরে ফেলে।

উপকূলরক্ষীরা নৌকাটি ঘিরে ফেললে চালক পালানোর চেষ্টা করে ধরা পড়ে যায়।

নৌকাটিতে হেরোইনসহ নয় জন পাকিস্তানি নাগরিকও ছিলেন। এটিএস ও এনসিবি আলাদা আলাদা দল গঠন করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ওই পাচারের ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

## কার গাধা, কোন গাধা, কে বেচে, কে কেনে

তাহ্‌মিনা

জাতীয় চিড়িয়াখানা গাধা বিক্রি করতে চেয়েছে। গুনে গুনে সাতটি। মানে, তাদের আছে ১৩টি গাধা। সাতটি সুপারনিউমেরারি মানে কিনা সংখ্যাতিরিক্তি। মানে বাড়তি। ফালতু। সে বেচারাদের বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মারফত খোদ মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে। খবরটা যাকে বলে জটিল। মনে নানা রকম প্রশ্ন আর আশা জাগছে। আনন্দ যেমন হচ্ছে, আশঙ্কাও উঁকি দিচ্ছে। সেটাও নানাবিধ। যেমন চিড়িয়াখানা নাকি মাত্র ছয়টি গাধা ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। বাড়তি গাধার গুনতিতে ভুল হয়নি তো? মাত্র সাত? চিড়িয়াখানায় আরবি আর দেশি ঘোড়া, ইমু পাখি, দেশি আর জালালি কবুতরও বাড়তি হয়েছে। তাদেরও বিক্রি করার অনুমোদন চেয়েছে চিড়িয়াখানা। আরবি ঘোড়ার বাজার নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে না। সেই ঘোড়ায় সওয়ার হতে আগ্রহী রাজারানি রাজপুত্ররাজকন্যাদের অভাব দেশে নেই। আভিজাত্যের জোরে ইমু পাখিও খদ্দের পাবে। আর জালালি কবুতরেরা চরে খেতে পারবে। আমার চিন্তা গাধাদের নিয়ে। কোথায় যেন নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই...।

চিড়িয়াখানাতেই যদি গাধারা সংখ্যায় বাড়তি হয়, বিক্রি করার বাজার পাওয়া যাবে তো? মানে আমরা কি চিড়িয়াখানাজগতের বাইরে গাধার সংখ্যা জানি? কখনো শুমারি হয়েছে বলে তো শুনিনি তাই ভয় হচ্ছে, দেশের সব পরিসরেই যদি গাধার কোটা ইতিমধ্যে পূরণ হয়ে গিয়ে থাকে?

গাধার বাজারদর আছে কি নেই, সেটা নিয়ে অবশ্য কখনো ভাবিনি। চিড়িয়াখানার উদ্যোগের কথা জেনে একটু আশা হতে যাচ্ছিল, তবে একটা বেমক্কা প্রশ্ন মনে ভয় জাগাচ্ছে। চিড়িয়াখানাতেই যদি গাধারা সংখ্যায় বাড়তি হয়, বিক্রি করার বাজার পাওয়া যাবে তো? মানে আমরা কি চিড়িয়াখানাজগতের বাইরে গাধার সংখ্যা জানি?

কখনো শুমারি হয়েছে বলে তো শুনিনি তাই ভয় হচ্ছে, দেশের সব পরিসরেই যদি গাধার কোটা ইতিমধ্যে পূরণ হয়ে গিয়ে থাকে? আত্মস্বীকৃত এক নারী গাধা হিসেবে মোটামুটি আলোঝলমল একটা ভবিষ্যৎ প্রায় যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। এই এক প্রশ্ন সব মাটি করে দিল।

জাতীয় চিড়িয়াখানার উদ্বৃত্ত গাধারা যদিবা অন্য চিড়িয়াখানায় স্থান পায়, আমার মতো দুপেয়ে গাধারা কি ফালতু হয়েই ঝুলে থাকবে? চারপেয়ে গাধারা দেখতে মিষ্টি, সুশীল। লেজবিশিষ্ট, তবে শান্তশিষ্ট। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ বলছে, তারা মানুষের বোঝা বহন করে আসছে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে। তারা মানুষের খোঁচা আর অবজ্ঞার ভারও বহন করছে। তারা সুবিধাবঞ্চিত এবং দেশে দেশে কালে কালে কথায় কথায় শ্লেষের শিকার। দুপেয়ে গাধারাও তাদের দাম দেয় না। গাধাদের কী গতি হবে, কেউ কি তাদের কথা ভাবে? গুগলমামাকে একটা টোকা দিতেই এক প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেলামদ্য ডাঙ্কি স্যাংকচুয়ারি, অর্থাৎ গাধাদের অভয়াশ্রম। যুক্তরাজ্যে ডেভনের সিডমাউথ শহরে এই স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মূল দোকান। https:www.thedonkey-sanctuary.org.ukall about donkeysþএই ওয়েবঠিকানায় গেলে গাধা এবং গাধাহিতৈষীদের সম্পর্কে অনেক নাজানা কথা জানতে পারবেন। প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠান জানাচ্ছে, দুনিয়ায় পাঁচ কোটির বেশি গাধা আছে। প্রতিষ্ঠানটির কাজকারবার সবই অবশ্য চারপেয়ে গাধাদের নিয়ে। গুগলমামাও দুপেয়ে গাধাদের খবর রাখে না। আর চিড়িয়াখানার সীমা কত দূর যায়, সে প্রশ্ন মনে রয়েই গেল।

জানা অজানা

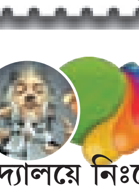

### বিশ্বের বিদ্যালয়ে নিঃস্বের আস্ফালন

বছর পঁচিশ আগে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া এক ঘটনায় বিস্ময়ে লজ্জায় ক্রোধে অপমানে পিষ্ট হয়েছিলাম। ধর্ষণের শততম ‘কৃতিত্ব’ উদ্‌যাপন করছিল এক ছাত্রনেতা, সঙ্গে ছিল উল্লাসরত সাঙ্গপাঙ্গরা। ‘প্রতিকারহীন শক্তি’র বিরুদ্ধে অসহায় আত্মগ্লানিতে শুধু বিনিদ্র রাত্রিই কাটাতে পেরেছি। তবু কিছু প্রবোধ মনকে দেওয়া গিয়েছিল এটি দেখে যে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষকছাত্রদের কিছু ও সমাজের কিছু অংশের ভেতর থেকে প্রতিবাদ উঠেছিল। শাসককুলের অনীহা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অপর্যাপ্ত হলেও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এখন অবশ্য যৌন নিপীড়নে সমাজে নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে গাসওয়া হয়ে গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন ঘটনা আর কাউকে বিচলিত করে বলে মনে হয় না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার আদি পর্ব কাটিয়েছি জিয়াএরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী রাজনীতির ছাত্রসংগঠনের একক আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত আতঙ্কের মধ্যে। যখন ভাবতে শুরু করেছি, অন্ধকারের শেষে আলোর আভাস দেখা দিল বুঝি, তখন দেখিকৃষ্ণগহ্বর আরও দীর্ঘ। বর্তমান সময় ও রাজনীতিকে মাপার জন্য যদি কোনো লিটমাস পেপার দরকার হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ। শিক্ষকতা শেষে অবসরে গিয়েছি সেও দশক পেরিয়েছে, তবু যখন দেখি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়টি অন্য কিছুতে না হলেও অভূতপূর্ব ঘটনা সম্পাদনে প্রায়ই সবার ওপরে অবস্থান করছে, তখন মাথাটি উঁচিয়ে ধরব না লুকাব, বুঝে উঠতে পারি না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ কেবল ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে আর সীমিত নেই, শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও সঞ্চারিত হয়েছে। শুধু ছাত্রনেতাদের কথা বলে লাভ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বা নেপথ্যে যাঁরা শক্তি ও অভয়ের জোগানদার, যাঁরা নিজেরাই অনুসারীদের জন্য উদাহরণ নির্মাণ করেন, বিচারের প্রয়াসকে নিবৃত্ত করার কলকাঠি নাড়েন, তাঁরাও কি দায়ের ভাগী নন? ৩৮ বছর শিক্ষকতা করে ৩৮টি সবক মনে গেঁথে নিয়েছি। তার সব কটি এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। প্রথমে বলার কথাপাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ ছাত্র আসে গ্রাম বা মফস্‌সল থেকে, স্বল্প আয়ের পরিবারে কষ্ট করে জ্ঞানার্জন তথা ডিগ্রি অর্জন করে নিজের বা সংসারের খেদমত করার বাসনায়। কিন্তু তারা কণ্ঠহীন। দশ বা তারও কম ভাগের দাপটের খুঁটি কতটা ওপরে, সেটুকু তারা বুঝে নেয়, অসহায় নিশ্চুপতাকে মেনে নেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকবাসে যাতায়াত করতাম, আসতেযেতে দুতিন ঘণ্টা লেগে যেত। দীর্ঘ যাত্রাপথে নীলহলুদসাদায় চিহ্নিত প্রগতিশীলমধ্যপন্থীরক্ষণশীলমৌলবাদী নানা কিসিমের শিক্ষকদের জানার ভালো একটি মওকা পাওয়া যেত। কিছু শিক্ষক ছিলেন অগতিশীল, নিতান্তই অগোচরে থাকা এই বেচারাদের দাম বাড়ত শুধু নির্বাচনকালে।

## সাময়িকী

### রাশিয়ার সঙ্গে ন্যাটো কি সত্যিই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত?

ন্যাটোর স্থল সেনাদের ইউক্রেনে পাঠানোর বিষয়টি এখনো বাতিল করা হয়নিসম্প্রতি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ এই মন্তব্য করেছেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে ইউরোপের ২৬টি দেশের সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি সম্মেলনে আয়োজক হিসেবে মাখোঁ বলেন, ‘ইউক্রেনে স্থল সেনা পাঠানোর ব্যাপারে কোনো ঐকমত্য হয়নি। এরপর মাখোঁ বলেন, তবে কোনো সম্ভাবনা বাতিল হয়নি। রাশিয়া যাতে এই সংঘাতে জিততে না পারে, তার সব ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

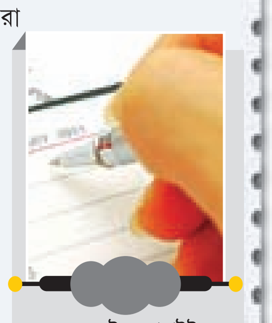

কেনটন হোয়াইট
প্রাবন্ধিক

এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের সেনাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের কাছে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ন্যাটোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ন্যাটোর সদস্যদেশগুলোর মধ্যে এই ভয় ব্যাপকভাবে আছে যে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে তাতে চূড়ান্ত মাত্রার ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ভ্লাদিমির পুতিন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীরা নিয়মিত হুমকি দিয়ে চলেছেন যে সংঘাত যদি আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাঁরা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পিছপা হবেন না।

শীতল যুদ্ধের পর ন্যাটোর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়াটি এখন চলছে। স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার জানুয়ারি মাসে শুরু হওয়া এই মহড়াটি চলবে মে মাস পর্যন্ত। এতে ৩১টি দেশ অংশ নিচ্ছে। ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য এই মহড়া। এর আগে শীতল যুদ্ধের শেষ সময়ে ১৯৮৮ সালে রিফরগর মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, কানাডা, ফ্রান্স ও ডেনমার্কের ১ লাখ ২৫ হাজার সেনা অংশ নিয়েছিল।

ন্যাটোর ইউরোপীয় অঞ্চলের প্রধান কমান্ডার জেনারেল খ্রিস্টোফার ক্যাভলি বলেছেন, ‘স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার ২০২৪ মহড়াটি আমাদের ঐক্য, শক্তি এবং একে অন্যকে রক্ষার পরিষ্কার একটা প্রদর্শনী। আমাদের মূল্যবোধ ও নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থারও প্রদর্শনী এই মহড়া।’

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সেনারাও অংশ নিচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে ন্যাটোর আকার ও সেনাদের নিয়োজিত করার সক্ষমতা জানান দেওয়া হচ্ছে।

শীতল যুদ্ধের সময়ে ন্যাটো নিয়মিত এ ধরনের বড় সামরিক মহড়ার আয়োজন করত। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯৮৪ সালের লায়নহার্ট মহড়ার কথা বলা যায়। যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে এই মহড়ায় ৫৭ হাজারের মতো ব্রিটিশ সেনা ও বিমান সেনা অংশ নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, পশ্চিম জার্মানির সেনা মিলে সেই মহড়ায় অংশ নিয়েছিল ১ লাখ ৩১ হাজার সেনা। সোভিয়েত শিবিরের অবলুপ্তির পর ন্যাটো একটা নতুন আত্মপরিচয় খুঁজতে শুরু করে। ১৯৯০-এর দশকে গিয়ে ন্যাটো আগের অবস্থান পাল্টানো শুরু করে। সদস্যদেশগুলোর সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় সাধারণ ভূখণ্ড রক্ষায় মনোনিবেশ করে ন্যাটো। ১৯৯৫ সালে বসনিয়া যুদ্ধে ও ১৯৯৯ সালে কসোভো যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল ন্যাটো। এর মধ্য দিয়ে ন্যাটো আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কৌশল নীতি অনুমোদন দিয়েছিল।

ঐক্য নাকি অনৈক্য?

এই মুহূর্তে ন্যাটোর ঐক্য ও সামরিক সক্ষমতা প্রদর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, গত দুই বছর ধরে ইউক্রেন যুদ্ধে কীভাবে সাড়া দেবে এবং কতটা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে, তা নিয়ে পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে অনৈক্য চলে আসছিল। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা মন্তব্যের পর ন্যাটোর এই মহড়া আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ট্রাম্প বলেছেন, যেসব সদস্যরাষ্ট্র সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ন্যাটোর গাইডলাইন অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে, তাদের সুরক্ষা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। ন্যাটোর গাইডলাইন অনুসারে, সদস্যরাষ্ট্রগুলো তাদের মোট জিডিপির কমপক্ষে ২ শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু বিষয়টা আরও বেশি জটিল। যেমন কিছু রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ন্যাটোর গাইডলাইন অনুসরণ করে কমপক্ষে ২ শতাংশ বরাদ্দ দেয়। আবার কিছু দেশ ২ শতাংশের নিচে প্রতিরক্ষা ব্যয় করলেও মাথাপিছু বরাদ্দ আবার ন্যাটোর গাইডলাইন থেকে বেশি। উদাহরণ হিসেবে লুক্সেমবার্গের কথা বলা যায়। দেশটি তার প্রতিরক্ষা বাজেটের মাত্র দশমিক ৭২ শতাংশ ব্যয় করে। কিন্তু মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাবে তারা ৯২১ মার্কিন ডলার ব্যয় করে। মাথাপিছু বরাদ্দ পোল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সের চেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্র তার মোট জিডিপির ৩ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয় করে প্রতিরক্ষায়। কিন্তু এর সবটাই ন্যাটোর বিধি মেনে বরাদ্দ নয়। যুক্তরাষ্ট্র তার বেশির ভাগ সামর্থ্যটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দেশের ভেতরে ব্যয় করে। ফলে এই শর্তে ন্যাটোর সদস্যপদের মান নির্ণয় করা বিভ্রান্তিকর। ন্যাটো চুক্তির প্রধান ধারা হলো উপধারা ৫। এই উপধারা অনুযায়ী ন্যাটো সম্মিলিত নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং তৃতীয় কোনো বৈরী পক্ষের দ্বারা ন্যাটোর কোনো সদস্যরাষ্ট্র যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে সেই দেশটিকে রক্ষায় সদস্যরাষ্ট্রগুলো বাধ্য থাকবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আফগানিস্তান যুদ্ধে এবং ‘সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে’ ন্যাটোর সদস্যদেশগুলো এর আওতায় যুদ্ধ করেছিল।

ন্যাটো কী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?

যাহোক, ন্যাটোর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর জন্য এখন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাটি সৈন্য মোতায়েন নয় বরং সৈন্যদের কাছে রসদ সরবরাহ করা। ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে এটা প্রমাণিত যে দীর্ঘস্থায়ী আধুনিক একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুত থাকা দরকার কিংবা উৎপাদন করা দরকার, তার সামর্থ্য ন্যাটোর নেই। এর কারণ হলো ন্যাটো দীর্ঘদিন ধরে যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রয়েছে তা হলো, ‘অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার’ যুদ্ধ। এর অর্থ হচ্ছে ন্যাটোর ততক্ষণই যুদ্ধ করার সক্ষমতা থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ থাকবে। সে কারণেই ন্যাটোর কৌশল নীতি হলো সংঘাত যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করে ফেলা। প্রেসিডেন্ট মাখোঁর মন্তব্যের সঙ্গে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক ও সুইডেন রয়েছে। তবে রাশিয়া কিন্তু মাখোঁর মন্তব্যকে ঠিকই আমলে নিয়েছে। ক্রেমলিনের মুখপত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চিমা সেনাদের পাঠানোবিষয়ক আলোচনাটিতে ‘খুব গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপাদান’ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে আমাদের আর সম্ভাবনার বিষয়ে কথা বলার দরকার নেই, কিন্তু অনিবার্যতা (সরাসরি সংঘাত) নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন।’

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# দুদিনের সফর সুচি নিয়ে আগামী ৮ মার্চ অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

**কাজিরাঙ্গায় রাত্রি যাপন, খোলা জিপে কাজিরাঙ্গা দর্শন, হাতি সাফারি করার পাশাপাশি যোরহাটে লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন**

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** ফের অসম সফরে করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ৮ মার্চ দুই দিনের সফর সূচি নিয়ে অসমে পৌঁছাবেন তিনি। তবে এবার তিনি গুয়াহাটি মহানগর নয় বরং কাজিরাঙ্গায় রাত্রিযাপন করবেন। ৮ মার্চ কাজিরাঙ্গায় রাত্রিযাপনের পর ৯ মার্চ সকালে খোলা জিপে কাজিরাঙ্গা দর্শন করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী সেখানে হাতি সাফারি করবেন। এরপর যোরহাটের হোলেঙ্গাপারে লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করবেন তিনি।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাবিত দুই দিনের অসম সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের জন্য কাজিরাঙ্গার নিরাপত্তা পরিস্থিতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাজিরাঙ্গার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের একটি দল বুধবার স্থানীয় এলাকায় উপস্থিত হয়েছে। এই দলটিতে পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন তথা রাজ্য সরকারের শীর্ষকর্তারা ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, অসম পুলিশের বিশেষ শাখা সহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা কাজরাঙ্গায় উপস্থিত হয়ে সেখানের নিরাপত্তা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এবং পরিবেশ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। এমনকি রাজ্যের বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী বিভাগের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এদিন কাজিরাঙ্গায় উপস্থিত হয়ে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

কাজিরাঙ্গায় কিছু সময় কাটানোর পাশাপাশি নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী। তিনি বলেন ৮ মার্চ বিকাল দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাজিরাঙ্গায় উপস্থিত হবেন। কাজিরাঙ্গার কহরার পুলিশ অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করবেন তিনি। এরপর ৯ মার্চ সকালে খোলা জিপে চড়ে মোদি একাই কাজিরাঙ্গা দর্শন করবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর হাতি সাফারি করারও সুচি রয়েছে। কাজিরাঙ্গা দর্শনের পর সেদিনই যোরহাটের হোলেঙ্গাপারে উপস্থিত হবেন তিনি। এরপর সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করবেন বলে জানান বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুই দিনের অসম সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সময় পর্যন্ত অসমের লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক পক্ষের প্রার্থীদের নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসম সফর করলে স্বাভাবিক ভাবে বিজেপি প্রার্থীদের জন্য সেটা এক ইতিবাচক দিক। অর্থাৎ নাম ঘোষণা হওয়ার পর বিজেপি প্রার্থীরা সরাসরি ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গ পেতে সক্ষম হবেন। এটা নিশ্চিতভাবে তাদের জয় যাত্রায় সহায়ক হবে বলে শাসক দল মনে করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাবিত অসম সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি নিজস্ব ভাবে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে দলীয় সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

# আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস ছাড়লেন দলটির কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত রানা গোস্বামী

**বিষয়টি নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া**

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** কংগ্রেস দল ত্যাগ করার জল্পনা কল্পনা অব্যাহত থাকার মধ্যেই গুয়াহাটিতে এসে অবস্থান করেছিলেন দলটির কার্যকারী সভাপতি রানা গোস্বামী। অবশেষে নিজের পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস ছাড়লেন তিনি। কয়েকদিন আগেই দলটির অন্যতম কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ অনানুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করে রাজ্য সরকারকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রানা গোস্বামী সরাসরি ভাবে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে এবার বিজেপির শরণাপন্ন হতে যাচ্ছেন।

যাবতীয় জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা দলটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী। কংগ্রেসের এই নেতা দলের পেডে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপালকে উদ্দেশ্যে করে লেখা চিঠিতে দল ত্যাগের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা কল্পনা অব্যাহত থাকলেও রানা গোস্বামী আনুষ্ঠানিক ভাবে দল ত্যাগের পর কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দলের কোনো ক্ষতি হবে না বলে একাংশ কংগ্রেস নেতা দাবি করার বিপরীতে সাধারণ কর্মীও যদি কংগ্রেস ত্যাগ করে তাহলেও দলের ক্ষতি হয় বলে কিছু নেতা মন্তব্য করেছেন। বর্তমান দিল্লিতে থাকা রানা গোস্বামী আগামী ১-২ দিনের মধ্যে বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে নানা সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

তবে এর একদিন আগে এই বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী বিজেপিতে যোগদান করলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। রানা গোস্বামী রাজ্যের একজন প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ। তিনি যোরহাটের একজন শক্তিশালী কংগ্রেস নেতা। বিজেপির জয়যাত্রা সময়ও যোরহাট পুরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রানা গোস্বামী নিজের শক্তি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে রানা গোস্বামী বিজেপিতে যোগদান করলে তিনি খুশি হবেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন ২০২৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যালয়ে শুধুমাত্র রকিবুল হোসেন, রেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকির হোসেন সিকদার, নুরুল হুদা প্রমুখ এই ধরনের কয়েকজন ছাড়া বাকি কেউ থাকবেন না। তাছাড়া কংগ্রেসে থেকে লাভ কি হবে। এমনকি কংগ্রেসের সভাপতি যে দল ত্যাগ করবেন না তার গ্যারাঃটি কে নেবেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

দলের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ করার পর এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন রাজনৈতিক দল নদীর মতো। বৃষ্টির সময়ে নদীর জল উপড়ে পড়ে। অথচ গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুকিয়ে যায়। এটাই নিয়ম। ২০১১ সালে বিজেপির একই অবস্থা ছিল। সে সময় দলটিতে মাত্র পাঁচজন বিধায়ক ছিলেন। তবে রানা গোস্বামী পদত্যাগ করার পর যোরহাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পবন সিংহ ঘাটোয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি যোরহাটে পৌঁছে পরিস্থিতি যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। কমিটি প্রতিবেদন দাখিলের পর এই সংক্রান্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে বলে জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন যারা দল ছেড়ে যাওয়ার তারা গেলেও কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ কংগ্রেস শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নয় বরং হাত চিহ্ন থাকা একটি দল। ফলে এক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

তবে এর বিপরীত ভাষ্য প্রদান করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন দলের অবশ্য ক্ষতি হবে। একজন নেতা দল ছেড়ে গেলে কর্মীদের মধ্যে নিরাশা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। তাছাড়া তিনি মিথ্যা কথা বলতে চান না। রানা গোস্বামী দল পরিত্যাগ করেছেন ফলে এর জন্য কংগ্রেসের ক্ষতি হবে। সাধারণ জনতার কাছে এর জন্য কংগ্রেসকে জবাবদিহি করতে হবে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন বিরোধী দলপতি। কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল বলেন সাধারণ একজন কংগ্রেস কর্মী দল ছাড়লেও দলের ক্ষতি হয়। রানা গোস্বামী দলের নেতা তাই তিনি দল ছাড়লে কংগ্রেসের নিশ্চিত ক্ষতি হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে মহানগরের জিএস রোড স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর বলেন রানা গোস্বামী দল ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি হবে না। আরো হয়তো ২-৪ জন নেতা দল ত্যাগ করবেন। একদিকে ভালো হয়েছে যে এবার যোরহাট থেকে প্রকৃত কংগ্রেস নেতা দায়িত্ব পাবেন। এমনকি কংগ্রেসের ভিতরের খবর রানা গোস্বামী মুখ্যমন্ত্রীকে দিতেন বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। মীরা বরঠাকুর বলেন এভাবে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা বিষয়টি সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন। সবাই বুঝতে পারছে কে কি করছেন। সকলের জবাব সাধারণ জনতা দেবেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রাক্তন মন্ত্রী প্রণতি ফুকন বলেন রানা গোস্বামী কংগ্রেসের পেড ব্যবহার করে পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন। রানা গোস্বামী জানেন না যে এভাবে পদত্যাগ করার সময় দলীয় পেড ব্যবহার না করে সাদা কাগজে সেটা করা উচিত। দলীয় পেড ব্যবহারের মাধ্যমে পদত্যাগ করা রানা গোস্বামীর ধৃষ্টতা বলে মন্তব্য করেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রণতি ফুকন।

# লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ভেঙে দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্য 'উপায় নেই'

**নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ৪০ দিন পরেই ফের একত্রিত হবে বিরোধী পক্ষের দলগুলো, দুটি নতুন দলের সংযোজন পর এবার দলের সদস্যের সংখ্যা ১৬**

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যে ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু নিয়তির বিধানে এবার এই বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ভেঙে দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের পর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলো ফের একত্রিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন উপায় নেই। বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলোর অধিকাংশ দিল্লির নির্দেশ মানতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ থাকছে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত শাসক দল বিজেপি ইতিমধ্যে দিল্লিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত করে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা আসনের মধ্যে বারটি কেন্দ্রে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। এক দুই দিনের মধ্যে রাজ্যের ১২ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বিজেপি। বাকি দুটো আসন ইউপিপিএল এবং অগপ এই দুটি দলের জন্য ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে শাসক পক্ষের এই তৎপরতার বিপরীতে বিরোধীপক্ষ আজও ছন্ন ছাড়া হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা ১৫ টি দলের মধ্যে আসন সংক্রান্তে মতের মিল না হওয়ার ফলে বিষয়টি জটিল রূপ নিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা এর আগেও বহুবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো সুফল দেখা যায়নি। অবশেষে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ফের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের হোটেল লিলিতে বুধবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ফের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন এবং এক্ষেত্রে আসনের ভাগাভাগি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা হলেও এর মীমাংসা করতে পারেনি কংগ্রেস। এর ফলে উপায় বিহীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনের শেষে অর্থাৎ প্রায় ৪০ দিন পর ফের একত্রিত হবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলো। বিশেষ করে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যের বিরোধী পক্ষে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে ফের একবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করা হবে বলে প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি। ফলে স্বাভাবিক ভাবে এবার লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো রাজ্যে একা একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে।

বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন ইতিমধ্যে আম আদমি পার্টি নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসও একই প্রস্তুতি নিচ্ছে। মূলত দিল্লি থেকে আসা নির্দেশের ফলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলো এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। আম আদমি পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পর এবার সিপিএমও একইভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক দল রাজ্যে নিজস্ব এলাকা বাছাই করে নিয়েছে। ফলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের তাৎপর্য লোকসভা নির্বাচনে থাকছে না। এক্ষেত্রে দলগুলোর রাজ্য কমিটির নেতাদের কোনো দোষ নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন বর্তমান প্রতিটি দলের রাজ্যের নেতার সঙ্গে তার ভালই সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু দিল্লি থেকে নির্দেশ এলে এই দলগুলো সেটা মানতে বাধ্য হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কংগ্রেসের আসন ভাগাভাগি করার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। সেটা কংগ্রেসও পার করতে পারবে না। কারণ তাকে ব্লক কংগ্রেস জেলা কংগ্রেসে গিয়ে সবিস্তার বোঝানোর স্থিতিতে থাকতে হবে। অর্থাৎ লোকসভা আসন সংক্রান্তে ধরা ছাড়া করার ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের একটি নির্দিষ্ট করণীয় রয়েছে। তার বাইরে দলটি যেতে পারবেনা। ফলে উপায় নেই। এক্ষেত্রে তিনি নিরুপায় বলে উল্লেখ করে বলেন পরবর্তী বিহু অর্থাৎ আগামী প্রায় ৪০ দিনের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত হয়ে যাবে। ফলে সেই সময় পর্যন্ত আপাতত ভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ভঙ্গ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের পর আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফের একবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গড়ে তোলা হবে। তাছাড়া নতুনভাবে চরণ ডেকা নেতৃত্বাধীন পিএলপি দল এবং সমাজবাদী পার্টির দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজকে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে শামিল হওয়ার নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি দলের মধ্যে জেডিইউ ইতিমধ্যে চলে গেছে। ফলে বর্তমান ১৪ টি দল থাকার পর আরো দুটি দল সঙ্গ দিলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে মোট ১৬ টি দল থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

## টুকরো খবর

# এআইইউডিএফ এর নেতৃত্বে নীতিতে ২০২১ সালে রাজ্য সরকার গঠন হবে বলে স্বপ্ন বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়ার

**২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট কমবে বলে ভবিষ্যত্বাণী**

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** রাজ্যের রাজনীতিতে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ যাওয়ার পর এবার সেই বিরোধীর স্থান দখল করতে তৎপর হয়ে উঠেছে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ। তবে শুধুমাত্র প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠাই নয় বরং এবার সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখছে দলটি। এআইইউডিএফ এর নেতৃত্বে নীতিতে ২০২১ সালে রাজ্য সরকার গঠন হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। তাছাড়া ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট কমবে বলেও ভবিষ্যত্বাণী করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক বসন্ত দাস নিজেদের দলে থেকেও সরকারের সমর্থন করবেন বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অব্যাহত থাকার মধ্যেই কংগ্রেসে এই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন রাজ্যে এবার বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করবে এআইইউডিএফ। কারণ কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এআইইউডিএফ এবং বিজেপির সম্পর্ক তেল এবং জলের মতো। ফলে ভবিষ্যতে এআইইউডিএফ রাজ্যের বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর উৎফুল্লিত হয়ে উঠেছে এআইইউডিএফ। তবে এবার শুধু বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করাই নয় বরং শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এআইইউডিএফ। বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন ২০৩১ সালে রাজ্যবাসী এক সরকার নির্বাচিত করবে যেটার নেতৃত্বে থাকবে এআইইউডিএফ। আগামী ২০৩১ সালে শুধুমাত্র এআইইউডিএফ নয় বরং রাজ্যের প্রতিটি আঞ্চলিক দলগুলোকে একত্রিত করে অসমের স্বার্থে রাজ্যবাসী নতুন চিন্তা করবে বলে তিনি আশাবাদী। ফলে ২০৩১ সালে রাজ্যবাসী তাদের স্বার্থে যেই সরকার করবে সেটাতে এআইইউডিএফ সঙ্গে থাকবে এবং নেতৃত্ব দেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন তার প্রেডিকশন কখনো ভুল হয় না। ২০২৬ সালে বিজেপির ভোট কমবে। ধীরে ধীরে সাধারণ জনতা অরুণোদয় ইত্যাদির মতো প্রকল্প নিয়ে আসা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর মতন সরকারের সঙ্গ ছাড়বেন। ফলে অবশেষে এআইইউডিএফ এর নেতৃত্বে ২০৩১ সাল নাগাদ রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হবে। বর্তমান বিরোধী দলের ভূমিকা এআইইউডিএফ পালন করছে। কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে বিতর্ক ঝগড়ার মাধ্যমে নিজেদের দোকান বন্ধ করতে চলেছে। ফলে এবার এআইইউডিএফ এর উপর প্রচুর দায়িত্ব পড়েছে। এই দলটিকে সারা রাজ্যের সাধারণ জনতার স্বার্থে কথা বলতে হবে। প্রতিটি সমস্যা উত্থাপন করতে হবে। তবে এই দায়িত্ব পালন করে যাবে এআইইউডিএফ। ২০২১ সালে সাধারণ জনতা তাদের মতামত অনুযায়ী একটি সরকার গঠন করবে যেটার নেতৃত্বে এআইইউডিএফ থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া।

# মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকায় পরীক্ষা বাতিল করা হল এক পরীক্ষার্থীর

**শিলিগুড়ি ঃ** মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকায় পরীক্ষা বাতিল করা হল এক পরীক্ষার্থীর। ঘটনাটি শহর শিলিগুড়ির মার্গারেট (এস এন) ইংলিশ স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতে। মার্গারেট (এস এন) ইংলিশ স্কুলে পরীক্ষা সিট পড়েছিল শ্রী গুরু বিদ্যামন্দিরের। শুক্রবার ছিল দর্শন বিষয়ের পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর আগে নীরিক্ষকের তরফে একাধিকবার সচেতন করা হয় পরীক্ষার্থীদের। কিন্তু তখনও ওই পরীক্ষার্থী কোনও সদুত্তর দেয়নি। তবে পরীক্ষা শুরুর প্রায় এক ঘন্টা বাদে বিষয়টি নজরে আসে নীরিক্ষকের। যদিও বিষয়টি প্রথমে ওই পরীক্ষার্থী বিষয়টি মানতে রাজি হয়নি। পরে জেরার মুখে পড়ে সবটাই স্বীকার করে ওই পরীক্ষার্থী। এরপর অবশ্য ওই পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাতিল করা হয়েছে ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা, এমনটাই মন্তব্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক রাম ছেত্রী।

# মুন্ডুচ্ছেদ করে নাবালিকা ছাত্রীর খুনের জের কাটতে না কাটতেই আবারো নৃশংস ভাবে আদিবাসী ছাত্রী খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পুরাতন মালদায়

**মালদা ঃ** ইংরেজবাজারের মুন্ডুছেদ করে নাবালিকা ছাত্রীর খুনের জের কাটতে না কাটতেই আবারো নৃশংস ভাবে আদিবাসী ছাত্রী খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পুরাতন মালদায়। ২৪ ঘন্টা নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষণপুর এলাকার একটি ইটভাটা সংলগ্ন এলাকা মাথা থেতলানো অবস্থায় ওই নাবালিকা ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। এক মাসের ব্যবধানে পরপর দুই নাবালিকা ছাত্রী নিখোঁজ, তারপরে খুনের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, তাদের পরিবারের মেয়েকে ধর্ষণ করার পর নৃশংসভাবে খুন করেছে দুস্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃত ওই ছাত্রীর বয়স ১৪ বছর । তার বাড়ি বিষনপুর এলাকায়। সে স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণীতে পাঠরত ছিল। বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নারায়ণপুর এলাকার একটি ইটভাটা সংলগ্ন জায়গা থেকে ছাত্রীর মাথা ছাত্রানো অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্পাঞ্চলের কিছু শ্রমিক কাজ করে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ওই ছাত্রী দেহ পড়ে থাকতে দেখে। এরপরই পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই ছাত্রী বাড়ি থেকে বাদনা পরবের উৎসব দেখতে বেরিয়েছিল । এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিল ওই ছাত্রী। যদিও তার কাছে কোন মোবাইল ছিল না। পরিবারের লোকেরা সারারাত খোঁজাখুঁজির পর শুক্রবার পুলিশকে বিষয়টি জানায় । এরপরই ওই ছাত্রী দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। উল্লেখ্য তিন সপ্তাহ আগে ইংরেজবাজারের আম মার্কেটের পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে মুন্ডুচ্ছেদ অবস্থায় পঞ্চম শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ আর তার পরই আবারো নবম শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রীর একই কায়দায় খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ধর্ষণ করে খুন কিনা এখনই তা ময়নাতদন্তে রিপোর্ট ছাড়া বলা যাচ্ছে না। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

## চার বছর নিষিদ্ধ পগবা

**প্যারিস ঃ** নিষিদ্ধ ড্রাগ গ্রহণের দায়ে ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা পল পগবাকে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা ক্লাব ও জাতীয় দলসব ধরনের ফুটবলে কার্যকর থাকবে। তবে রায়ের বিরুদ্ধে ক্রীড়া আদালতে আপিল করতে পারবেন জুভেন্টাসের এই ফুটবলার। ৩০ বছর বয়সী পগবা ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ায় গত সেপ্টেম্বরে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হন। রয়টার্স জানিয়েছে, পগবার চার বছরের নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ইতালির অ্যান্টিডোপিং প্রসিকিউটর কার্যালয় দেশটির অ্যান্টিডোপিং ট্রাইব্যুনালে অনুরোধ জানিয়েছিল। আদালত সেটি গ্রহণ করেছেন। গত বছরের ২০ আগস্ট সিরি আয় জুভেন্টাস-উদিনেস ম্যাচের পর করা ডোপ পরীক্ষায় পগবার শরীরে টেস্টোস্টেরনের (পুরুষদের প্রধান স্টেরয়েড হরমোন, যা শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয়) মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। টেস্টোস্টেরন খেলোয়াড়দের মাঠে শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। এর জেরে ১১ সেপ্টেম্বর পগবাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আরেকটি নমুনার কাউন্টার অ্যানালাইসিস করা হলে সেখানেও একই ফল আসে। পগবার দাবি ছিল, নিষিদ্ধ ড্রাগ গ্রহণের বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এক চিকিৎসক বন্ধু তাঁকে একটি ওষুধ নিতে বলেছিলেন, তবে সেটিতে টেস্টোস্টেরনের উপস্থিতির বিষয়টি তিনি জানতেন না।

তবে তদন্তে পগবা ও তাঁর প্রতিনিধিরা প্রমাণ করতে পারেননি যে, টেস্টোস্টেরনের বিষয়টি জানা ছিল না। এ ধরনের ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি চার বছরের নিষেধাজ্ঞা। পগবার বিরুদ্ধে এই শাস্তিরই অনুরোধ জানায় ইতালির প্রসিকিউটর কার্যালয়। যা অ্যান্টিডোপিং ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে। নিজেকে নির্দোষ দাবি করে কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে (সিএএস) আপিল করার সুযোগ আছে পগবার। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা পগবা ২০২২ সালে যোগ দেন জুভেন্টাসে। বর্তমানে ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৬ পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ না কমলে জুভেন্টাসে তাঁর আর খেলা হবে না। চোটের কারণে কাতার বিশ্বকাপ মিস করা পগবা খেলতে পারবেন না ২০২৬ বিশ্বকাপেও। এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের হয়ে ৯১ ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন পগবা, গোল করেছেন ১১টি। ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও জুভেন্টাসে দুই দফায় মোট ৪২৩ ম্যাচ খেলে করেছেন ৭৩ গোল।

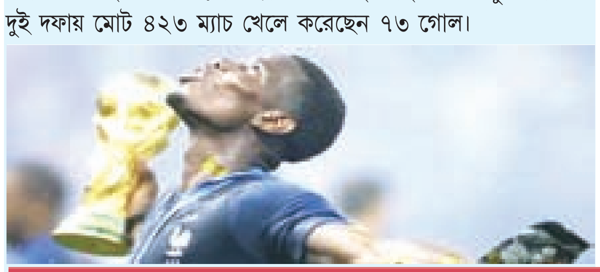

# পুরোনো পন্তকে এখনই ফিরে পাওয়া নিয়ে সংশয়ে গাভাস্কার

**লন্ডন ঃ** ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার পর থেকেই খেলার বাইরে ঋষভ পন্ত। তবে সফল পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে পুরোপুরি সেরে ওঠার পথে তিনি। ভারতের ২৬ বছর বয়সী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুশীলনের ভিডিওও পোস্ট করেছেন। সব ঠিক থাকলে আগামী ২২ মার্চ শুরু হতে চলা আইপিএল দিয়ে ফিরবেন পন্ত। দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্বও দেবেন।

পন্তের ফিরে আসার খবরে তাঁর ভক্তদের মতোই খুশি সুনীল গাভাস্কার। কিন্তু মাঠে ফেরার পরেই তাঁকে চেনা ছন্দে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার। গাভাস্কার মনে করেন, আগের মতো সাবলীলভাবে খেলতে পন্তের আরও সময় লাগবে।

স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলোচনায় গাভাস্কার বলেছেন, 'ওর অবশ্যই নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে। যদি পুরো ফিটনেস ফিরে পায়, তাহলে (দিল্লি ক্যাপিটালসের) নেতৃত্বের লাগাম ওর হাতে তুলে দেওয়া উচিত। আমরা সেই আশা করতে পারি। ফিট হয়ে ফেরার পর এটাই ওর প্রথম মৌসুম হতে চলেছে। তাই ওকে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে এমন কিছু করানো উচিত হবে না।'

গাভাস্কার এরপর যোগ করেন, 'ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি কিপিং করার ক্ষেত্রেও হাঁটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুরুর দিকে কিপিং নাও করতে পারে। সম্ভবত আমরা ওকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত, এখনই সেভাবে দেখতে পাওয়া যাবে না।'

চোট থেকে ফিরেই শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় খেলতে নামা যেকোনো ক্রিকেটারের জন্য কঠিন। সেখানে পন্ত তো কোনো রকমে বেঁচে ফেরা ক্রিকেটার। গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর ডান হাঁটুর লিগামেন্ট ছিড়ে যায়। এ ছাড়া মাথা, পিঠ, কবজি ও পায়ে গুরুতর আঘাত পান। কয়েক দফা অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ পুনবার্সন প্রক্রিয়া চলেছে তাঁর। অনুশীলনে ফেরার পর পন্ত কিপিং করেছেন, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কিছু ড্রিলও করেছেন। বেঙ্গালুরুতে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে (এনসিএ) কোনো অস্বস্তি ছাড়াই প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছেন।

পন্তের শারীরিক অবস্থার এমন উন্নতি দেখে তাঁর ভক্তরা যেমন রোমাঞ্চিত, গাভাস্কারও খুব খুশি। আইপিএলে ভালো করে পন্ত ভারতীয় দলে ফিরবেন, এমনটাই আশা ৭৪ বছর বয়সী ভারতের সাবেক ক্রিকেটারের, 'আমি নিজেও ওর বড় ভক্ত। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে যেন আগের মতোই সুস্থ হয়ে ওঠে, যাতে সে (ভারতীয় দলে) ফিরতে পারে এবং আমাদের বিনোদন দিতে পারে। ওর জন্য এখনই সেরাটা দেওয়া খুব কঠিন হবে এবং সাবলীলভাবে ব্যাটিং করতেও কিছুটা সময় লাগবে। তবে ভালো লাগছে যে সে অনুশীলন শুরু করেছে।'

আগামী ২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পরদিনই পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে পন্তের দিল্লি ক্যাপিটালসের অভিযান। আইপিএলে এখন পর্যন্ত ৯৮ ম্যাচে ১৪৭.৯৭ স্ট্রাইক রেটে ২৮৩৮ রান করেছেন পন্ত।

ভারতের হয়ে পন্ত সর্বশেষ খেলেছেন ২০২২ সালের ২৫ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে। সে ম্যাচেও ভারতের জয়ে বড় ভূমিকার রেখেছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে করেছেন ১০২ রান, ডিসমিসাল ছিল ৫টি।

# লটারি জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে কোস্টারিকার মেয়েরা

**কোস্টারিকা ঃ** পেশাদার ফুটবলে টস কিংবা লটারিতে কোনো দলের ভাগ্য নির্ধারণ নতুন না হলেও বিরলই বলা যায়। এ মাসে ঢাকাতেই যেমন নারী ফুটবল মহানাটক আর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি কমলাপুরে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের পর ২২ শটের টাইব্রেকারেও সমতায় থাকায় হুট করেই টস করার সিদ্ধান্ত নেন ম্যাচ কমিশনার ডি সিলভা জয়াসুরিয়া দিলান। ভারত টস জিতলে তাদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ দল এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালে পরে দুই দলকেই যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন করার ঘোষণা আসে। মাসের শেষ দিকে এসে নারী ফুটবলে দেখা গেল লটারি! কনক্যাকাফ নারী গোল্ড কাপে কাল রাতে পুয়ের্তো রিকোকে লটারিতে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল কোস্টারিকা। উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনক্যাকাফ এবারই প্রথম মেয়েদের গোল্ড কাপ আয়োজন করেছে। এ অঞ্চলের ৮ দলের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের (কনমেবল) ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে টুর্নামেন্টে অতিথি দল হিসেবে খেলছে। আসরের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র।

গতকাল রাতে শেষ হয়েছে আসরের গ্রুপ পর্ব। নিয়ম অনুযায়ী, তিন গ্রুপের শীর্ষ দুই দলের সঙ্গে তৃতীয় হওয়া দুটি দল নিয়ে হবে কোয়ার্টার ফাইনাল। স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কানাডা ও প্যারাগুয়ে নিজেদের গ্রুপের শীর্ষ দুইয়ে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে। শেষ আটের বাকি দুটি দলের একটি আর্জেন্টিনা। তারা 'এ' গ্রুপ থেকে ৪ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হয়েছে।

কিন্তু ঝামেলাটা বাধে 'বি' ও 'সি' গ্রুপে তৃতীয় হওয়া দল দুটিকে নিয়ে। 'বি' গ্রুপ থেকে পুয়ের্তো রিকো এবং 'সি' গ্রুপ থেকে কোস্টারিকা তৃতীয় হয়। বিস্ময়করভাবে পয়েন্ট, গোল পার্থক্য (গোল করা ও খাওয়া), জয়, হার, ড্র, এমনকি শৃঙ্খলাতেও (হলুদ ও লাল কার্ড দেখাতেও) দল দুটি ছিল সমানে সমান। পরশু পুয়ের্তো রিকো গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার কাছে ২-০ ব্যবধানে হেরে যায়। আর কাল কোস্টারিকা ৩-০ ব্যবধানে হেরে যায় কানাডার কাছে। হিউস্টনের শেল এনার্জি স্টেডিয়ামে কাল কোস্টারিকার ম্যাচ শেষ হতেই কনক্যাকাফ কর্মকর্তারা দেখেন, পরের পর্বে ওঠার সব মানদণ্ডেই দলটি পুয়ের্তো রিকোর সমান!

তাই বাধ্য হয়েই লটারির আয়োজন করা হয়। কাগজে দুই দলের নাম লিখে তা একটি প্লাস্টিকের বলে ভরে বাটিতে রাখা হয়। কনক্যাকাফ কর্মকর্তারা সেখান থেকে একটি কাগজ বেছে নেন, যাতে লেখা ছিল কোস্টারিকার নাম। 'ভাগ্যের জোরে' কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা দলটি আগামী শনিবার লস অ্যাঞ্জেলেসের বিএমও স্টেডিয়ামে কানাডার মুখোমুখি হবে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে টস কিংবা লটারির ঘটনা একেবারেই বিরল। ছেলেদের ফুটবলে ১৯৯০ বিশ্বকাপে এমন ঘটনা দেখা গিয়েছিল। ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'এফ' গ্রুপের সেরা দল হিসেবে নকআউট পর্বে উঠেছিল ইংল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের পয়েন্ট ছিল সমান ৩ করে। অন্য মানদণ্ডেও দুই দল ছিল সমান। গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল বেছে নিয়ে তাই লটারির আয়োজন করেছিল ফিফা। লটারিতে ডাচদের হারিয়ে পরের পর্বে পৌঁছে যায় আইরিশরা।

১৯৬৮ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের একটি ফাইনালিস্ট বেছে নেওয়া হয়েছিল টসের মাধ্যমে। নাপোলির মাঠ সান পাওলোতে (বর্তমানে ডিয়েগো ম্যারাডোনা স্টেডিয়াম) নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়েও স্বাগতিক ইতালি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ম্যাচটি গোলবন্ধ্যত্বে কাটে। সে সময় টাইব্রেকার ছিল না। তাই টসের আয়োজন করা হয়। ইতালির অধিনায়ক জিয়াচিন্তো ফাচেত্তি টস জেতেন। পরে তো ইতালি শিরোপাই জিতে নেয়।

# ৩০শে ফেব্রুয়ারি ‑ যে দিনটি ইতিহাসে মাত্র একবারই এসেছিল

**প্যারিস (ওয়েবডেস্ক)ঃ** বহু বছর ধরে প্রতি চার বছর পর পর লিপ ইয়ারের মাধ্যমে বছর গণনাকে সমন্বয় করায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

সাধারণত এক বছর বলতে ৩৬৫ দিনের হিসাব করা হলেও এবারে ২০২৪ সালে বছরের গণনা করা হবে ৩৬৬ দিনে। কারণ চলতি বছর হল লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ। লিপ ইয়ার হল প্রতি চার বছর পর পর ৩৬৫দিনের ক্যালেন্ডারে ফেব্রুয়ারির শেষে বাড়তি একটি দিন যোগ হওয়া। তাই ২৯শে ফেব্রুয়ারি অবশ্যই বিশেষ একটি দিন। এই বাড়তি এক দিন যোগ হওয়া মানে মাসের শেষে বিল পরিশোধ করতে যেমন বাড়তি একদিন সময় পাওয়া যায়, তেমনি অনেকের ক্ষেত্রে বেতন আসার জন্য আরেকটা দিন বেশি অপেক্ষা করতে হয়।

যারা এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা প্রতি চার বছরে পর পর তাদের প্রকৃত জন্মদিন পালন করতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসে শুধুমাত্র একবার এমন সময় এসেছিল যখন ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যোগ করতে হয়েছিল। সুইডেন একটি ডাবল লিপ ইয়ারের অংশ হিসেবে ১৭১২ সালের ক্যালেন্ডারে ৩০শে ফেব্রুয়ারি যুক্ত করেছিল। তাহলে ভেবে দেখুন, সেই তারিখে যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের ভাগ্যে কী হয়েছে? তারা তাদের জীবদ্দশায় কখনই সত্যিকারের জন্মদিন উদযাপন করতে পারেননি।

এই ৩০শে ফেব্রুয়ারি কেন যুক্ত করতে হয়েছিল সেই ব্যাখ্যার আগে লিপ ইয়ার কেন আসে, কবে থেকে লিপ ইয়ার যুক্ত হয়েছে সেই ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

লিপ ইয়ার কেন আসে?

প্রতি চার বছর পর পর ক্যালেন্ডারে যে অসঙ্গতি থাকে, সেটিকে সমন্বয় করতে লিপ ইয়ারের আবির্ভাব। কখন থেকে এই লিপ ইয়ারের প্রচলন হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দুই সহস্রাব্দেরও বেশি আগে প্রাচীন রোমের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। কারণ সেই সময় প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তারা যে সৌর ক্যালেন্ডার ধরে বছর গণনা করছেন সেটি সৌর বছরের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই ক্যালেন্ডারের প্রাথমিক ধারণা এসেছিল রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের কাছ থেকে। তিনি সেসময় আলেকজান্দ্রিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেনেসকে রোমান ক্যালেন্ডারের একটি বিকল্প তৈরি করতে সাহায্য করতে বলেছিলেন। যে ক্যালেন্ডার হবে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কারো কারো মতে, পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে কাঁটায় কাঁটায় ৩৬৫ দিন সময় নেয় না। এতে ৩৬৫ দিনের সাথে পাঁচ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট এবং ৫৬ সেকেন্ড বেশি সময় লাগে।

এই বাড়তি সময়কে সমন্বয় করতে সোসিজেনেস একটি ক্যালেন্ডার তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন, যা মিশরীয়দের ক্যালেন্ডারের সাথে প্রায় হুবহু মিলে যায়। সৌর বছরের সাথে সন্নিবেশ করতে প্রতি চার বছরে ৩৬৫ দিনের সাথে একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করা হয়। এভাবে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের জন্ম হয়, এর প্রবর্তক জুলিয়াস সিজারের সম্মানে এই নামকরণ করা হয়েছিল।

**একটি বাড়তি দিন**

কিন্তু এই জুলিয়ান ক্যালেন্ডারও বেশিদিন টেকেনি। ওই ক্যালেন্ডারে কিছু ফাঁক থাকার কারণে ১৫৮২ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের জায়গা প্রতিস্থাপন করে নেয় আজকের গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে বছর শুরু হতো মার্চ থেকে।

যেহেতু প্রতি চার বছরে একটি অতিরিক্ত দিনের প্রয়োজন ছিল, তাই রোমানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এটি ফেব্রুয়ারিতে হবে, যা তখন বছরের শেষ মাস ছিল। লিপ নামটি ল্যাটিন বাক্য থেকে এসেছে। যার অর্থ মার্চ মাস শুরুর ছয় দিন আগে, অর্থাৎ ২৪শে ফেব্রুয়ারি। সেসময় ওই দিনটি লিপ ইয়ার হিসেবে পালন করা হত। বাক্যটি কিছুটা দীর্ঘ হওয়ায় একে সংক্ষেপে 'বিস সেক্সটাস' বলা হয়ে থাকে যার অর্থ লিপ ইয়ার বা বাংলায় অধিবর্ষ।

কয়েক বছর পরে, ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি এক ডিক্রি জারির মাধ্যমে ক্যালেন্ডারটিকে 'নিখুঁত' করার সিদ্ধান্ত নেন। তার আনা পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি ছিল যে লিপ ইয়ারের অতিরিক্ত দিনটি হবে ২৯শে ফেব্রুয়ারি এবং জুলিয়ান ক্যালেন্ডার দ্বারা নির্ধারিত ২৪ তারিখ নয়।

**একটি গাণিতিক সমাধান**

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার ক্ল্যাভিয়াসের পরামর্শে, তখনকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা বছরের হিসেবে এই সমন্বয় আনার জন্য সিদ্ধান্ত নেন যে, ১৫৮২ সালে চৌঠা অক্টোবরের পরের দিনটি হবে ১৫ই অক্টোবর।

অর্থাৎ মাঝে ১০ দিন গায়েব হয়ে যাবে।

মূলত এই উপায়ে সৌর বছরের মাঝে সময়ের যে ব্যবধান হয়েছিল সেটা দূর করা হয়।

এবং পরবর্তীতে যেন এই ভারসাম্যহীনতা আবার না ঘটে, সেজন্য তখন লিপ ইয়ারের প্রবর্তন করা হয়।

ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি ১৫৮২ সালে তার ক্যালেন্ডারে থাকা অসঙ্গতিগুলো ঠিক করার জন্য কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন।

**সময়ের হেরফের**

সময়কে মূলত গণনা করা হয়, দিন, মাস এবং বছরের হিসেবে। এই গণনা প্রক্রিয়া মানুষেরই আবিষ্কার। চন্দ্র আবর্তন অনুসরণ করে দেখা গেছে, দুইটি পূর্ণিমার মধ্যে কমবেশি সাড়ে ২৯ দিনের পার্থক্য থাকে। অন্যদিকে, সৌর পরিভ্রমণ অনুযায়ী, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরতে সময় নেয় কমবেশি ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টার মতো। তবে এটি এমন এক গণনা পদ্ধতি যা হেরফের হতে পারে।

ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন শাসক এক বছরকে কয়েক মাসে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ সব সময়ে ১২ মাসে এক বছর ছিল না, মাসের সংখ্যায় হেরফের ছিল।

ওই শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাহিদাপ্রয়োজন, বা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে সেই মাসগুলোয় বাড়তি দিন যোগ করা হতো নাহলে সরিয়ে নেয়া হতো।

ফলে সৌর বছরের সাথে এই ক্যালেন্ডারগুলোকে সমন্বয় করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না।

সম্রাট জুলিয়াস সিজার, প্রায় দুই হাজার বছর আগে, আমরা বর্তমানে যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তার অনুরূপ একটি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছিলেন।

সেই তথাকথিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১২ মাসে এক বছর ছিল। এবং মাসগুলোর কিছু ৩০ দিন এবং কিছু ৩১ দিনে গণনা করা হতো।

শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারি মাস গণনা হতো ২৮ বা ২৯ দিনে। বছর শুরু হতো মার্চ মাস থেকে। কারণ এটি বসন্তের শুরু। এজন্য বছরের শেষ মাস ফেব্রুয়ারিকে লিপ ইয়ারের জন্য বেছে নেয়া হয়।

এক বছর যেহেতু ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টায় হয়, তাই বাড়তি এই ছয় ঘণ্টাকে সমন্বয় করার জন্য সেই রোমান সময় থেকে লিপ ইয়ার চিহ্নিত করা হয়েছে।

**গ্রেট গ্রেগরিয়ান লিপ**

এই গণনা শতাব্দী ধরে চলে আসছে, কিন্তু এই গণনা পদ্ধতি সঠিক নয়। সৌর বছর আসলে একটু ছোট ‑ সুনির্দিষ্টভাবে বললে ১১ মিনিট ১৪ দশমিক ৭৮৪ সেকেন্ড কম। আদতে মনে হতে পারে এটি এমন কোন বড় পার্থক্য নয়, যা তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে বছরের পর বছর ধরে, এই বাড়তি মিনিট সেকেন্ড যোগ হয়ে সেটি বড় ব্যবধান তৈরি করে।

এ কারণেই ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি ১৫৮২ সালে তার ক্যালেন্ডারে থাকা অসঙ্গতিগুলো ঠিক করার জন্য কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন।

এটি প্রধানত ধর্মীয় কারণে করা হয়েছিল, কেননা এই সময়ের ব্যবধানের কারণে কয়েকশ বছরে ইস্টারের সূচনা তিন দিন আগপিছ হয়ে যায়। তবে যাই হোক না কেন, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এখন পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মানসম্মত প্রতিষ্ঠিত ক্যালেন্ডার। যদিও সব দেশ একই সময়ে তা গ্রহণ করেনি। যারা ক্যাথলিক চার্চের সাথে যুক্ত ছিল, প্রথমে তারা এই ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। পরবর্তী চার দশকে লিপ ইয়ার নির্মূল করার পরিবর্তে, তারা অক্টোবর মাস থেকে এক লাফে ১০ দিন কমিয়ে দেয়।

১৫৮২ সালে ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারের পরের দিন ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার করা হয়।

অন্যান্য প্রোটেস্ট্যান্ট জাতি এবং সাম্রাজ্যগুলো শুরুতে এই ক্যালেন্ডার গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু অবশেষে তারাও এই পরিবর্তিত ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং এর আমেরিকান উপনিবেশগুলো এই পরিবর্তন সাদরে গ্রহণ করে। তবে নতুন ক্যালেন্ডারে সমন্বয় করতে গিয়ে ১৭৫২ সালে তাদেরকেও ১২ দিন কমাতে হয়েছিল। তারা দোসরা সেপ্টেম্বর থেকে এক লাফে ১৪ই সেপ্টেম্বরে পদার্পণ করে।

**সুইডিশ পার্সিমনি এবং ৩০শে ফেব্রুয়ারির প্রবর্তন**

কিন্তু তার আগে, সুইডেন যখন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা হঠাৎ করে ওই দিনগুলোকে একসাথে বাদ দিতে চায়নি। তারা ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল। এজন্য তারা টানা ৪০ বছরের জন্য ফেব্রুয়ারির লিপ দিনগুলো এড়িয়ে যায়, যতক্ষণ না সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে।

তাদের এতদিনের অনুসরণ করা জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৭০০ সালে একটি লিপ ইয়ার ছিল, কিন্তু তারা ফেব্রুয়ারি মাস শুধুমাত্র ২৮ দিনেই কাটায়।

একইভাবে ১৭০৪, ১৭০৮ সাল লিপ ইয়ার হলেও তারা ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ওই সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক কাজের মধ্যে এই লিপ ইয়ার না কাটানোর পরিবর্তনের কথা তারা ভুলে যায়। কয়েক বছর পরে, সম্রাট দ্বাদশ চার্লস বুঝতে পেরেছিলেন যে সুইডেনের ক্যালেন্ডারটি জুলিয়ান বা গ্রেগরিয়ান কোনটিই নয়।

এরপর তিনি ক্যালেন্ডার প্রণয়নে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আগের সব পরিবর্তন বাতিল করেন।

কিন্তু, যেহেতু তারা ইতিমধ্যেই ১৭০০ সালের অধিবর্ষ বাদ দিয়েছিল, তাই তিনি আদেশ দেন যেন ১৭১২ অর্থাৎ আরেকটি লিপ ইয়ারে ২৯শে ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি আরেকটি অতিরিক্ত দিন যোগ করা হয়। এভাবে জুলিয়াস সিজারের সময় থেকে ইতিহাসে প্রথম এবং একটিমাত্র বারের জন্য ৩০শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি তৈরি করা হয়েছিল।

ওই ৩০শে ফেব্রুয়ারি যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্ম তারিখ বা জন্ম দিন পালনের বিষয়ে কী হয়েছিল তা জানা যায়নি।

তবে তারা যে কোনদিনই সত্যিকারের জন্মদিন উদযাপন করতে পারেনি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত, সুইডেন উত্তর ইউরোপে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর উদাহরণ অনুসরণ করে।

দেশটি ১৭৫৩ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে এবং একই পদ্ধতিতে বছরে ১০ দিন এক সাথে ক্যালেন্ডার থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

**অন্যান্য ৩০শে ফেব্রুয়ারি**

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে একটি বিপ্লবী ক্যালেন্ডার চালু করেছিল। যেখানে পাঁচ দিনে এক সপ্তাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং সব মাস ধরা হয় ৩০ দিনে। এতে বছরের শেষে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন বাড়তি থেকে যায়, যা 'ছুটি' হিসাবে বিবেচিত হয়।

সাত দিনের সপ্তাহ বাতিল করার উদ্দেশ্য ছিল সপ্তাহে ছুটির দিনের বাধা ছাড়াই শিল্প উৎপাদন উন্নত করা। কিন্তু শিগগিরই এটি উপলব্ধি করা হয় যে, রবিবারের প্রথাগত বিশ্রামের অভ্যাস দূর করা কঠিন হবে এবং ধারণাটি এক পর্যায়ে বাতিল হয়ে যায়।

এদিকে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে ৩০শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

রে ব্র্যাডবিউরির ছোট গল্প দ্য লাস্ট নাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডএ ৩০শে ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ লেখক জন রোনাল্ড রিয়েল টলকিয়েন তার ফ্যান্টাসি উপন্যাস 'দ্য হবিট এবং দ্য লর্ড অফ দ্য রিংসে' ৩০শে ফেব্রুয়ারির কথা উল্লেখ করেছেন।

তার বই অনুযায়ী হবিটরা একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে যেখানে ফেব্রুয়ারি মাস ছিল ৩০ দিনে।

তবে বাস্তব জগতেও এই তারিখের ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে।

যখন কোন মানুষের মৃত্যুর তারিখ অজানা থাকে তখন তাদের সমাধি প্রস্তর বা এপিটাফে জন্ম তারিখ হিসেবে ৩০শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে রেকর্ড করা হয়।

**ধর্মীয় রেফারেন্স ছাড়া ক্যালেন্ডার**

সংস্কারের এ ধারা আধুনিক ক্যালেন্ডারের পথ তৈরি করে দিয়েছে, যা আমরা বর্তমানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসাবে জানি। সর্বশেষ সংস্কারের পর থেকে ক্যালেন্ডার ব্যবস্থায় কোনো নতুন পরিবর্তন হয়নি। যদিও ফ্রান্সের মতো কিছু দেশে নতুন এই ক্যালেন্ডার সংশোধনের জন্য আন্দোলন হয়েছিল। তবে, ১৭৯২ সালে ফরাসি বিপ্লব চলাকালে দেশটি তাদের গণিতবিদ গিলবার্ট রোমের ডিজাইন করা একটি 'প্রজাতন্ত্রী' ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। এই ক্যালেন্ডারে ধর্মীয় রেফারেন্স বাদ দেওয়া হয় এবং মাসগুলোর নতুন নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ‑ নতুন নামে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং কৃষি খাতের নানা বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্যালেন্ডারের নতুন এ সংস্করণের স্থায়িত্ব ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। এরপর ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের উৎখাতের পর, ফ্রান্স দ্রুতই ত্রয়োদশ গ্রেগরির তৈরি এবং জুলিয়াস সিজারের সংস্করণের ক্যালেন্ডারে ফিরে আসে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
# জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
01:03:2024

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

## শুল্ক কমালেও বেড়েছে দাম, রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ে শঙ্কায় ক্রেতারা

**ঢাকা ঃ** রমজানের আগেই বাজারে জিনিসপত্রের দাম যেমনে বাড়তে শুরু করেছে, তাতে এবার না খেয়েই রোজা রাখতে হয় কি না সেটাই ভাবতেছি, বাজারে ভোগ্যপণ্যের দামের ব্যাপারে জানতে চাইলে বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকার শুক্রাবাদ এলাকার বাসিন্দা মঞ্জুর মোর্শেদ। মি. মোর্শেদ ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে পাঁচ জনের সংসার চালাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। গত মাসে যেই পেঁয়াজ কিনছি ৯০ টাকা করে, আজকে সেইটা কিনে আনলাম ১২৫ টাকা করে। চাল, ডাল, তেল, চিনি সব জিনিসের দাম কেবল বেড়েই যাচ্ছে। তাহলে কীভাবে খেয়ে রোজা রাখবো, বলেন? বলছিলেন মি. মোর্শেদ। সাধারণত রজমানের শুরুতে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই ভোগ্যপণ্যের বাজারে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা, ডাল, খেজুর ও পেঁয়াজের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এসময় দামও বেশ বেড়ে যায়।কিন্তু এবছর দেখা যাচ্ছে, রমজান শুরু হওয়ার বেশ আগেভাগেই বাজারে এসব পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। অথচ রমজানে দ্রব্যমূল্য যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেজন্য গত জানুয়ারিতে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ সরকার।

# গ্রেফতার হওয়া শাহজাহান শেখ পুলিশ রিমান্ডে, সন্দেশখালিতে উৎসব

**কলকাতা ঃ** পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালির যে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যৌন নির্যাতন সহ নানা অভিযোগ করে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা, তাকে অবশেষে বৃহস্পতিবার ভোররাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বসিরহাট আদালত তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

আদালত প্রাঙ্গণ থেকেই তাকে সোজা কলকাতায় সিআইডি দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে।

তবে স্থানীয় মানুষের ওপরে নির্যাতনের মামলায় নয়, কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কর্মকর্তাদের ওপরে হামলার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এ বছর পাঁচই জানুয়ারি সকালে শাহজাহান শেখের বাড়িতে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের তদন্ত শাখা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির কর্মকর্তারা গিয়েছিলেন তল্লাশি চালাতে।

রেশন দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে ওই তল্লাশিতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কর্মকর্তারা।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহজাহান শেখের বাড়িতে কয়েকশো নারী পুরুষ জড়ো হয়ে ওই কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, তাদের সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্য এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ব্যাপক মারধর করে।

ওই ঘটনা নিয়ে যে অভিযোগ দায়ের করেছিল ইডি, সেই মামলাতেই শাহজাহান শেখ গ্রেফতার হলেন।

**ভোররাতে গ্রেফতার**

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মিনাখাঁর সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আমিনুল ইসলাম খান জানিয়েছেন যে তার এলাকার বামনপুকুর অঞ্চল থেকে বৃহস্পতিবার রাত দুটো নাগাদ গ্রেপ্তার করা হয়েছে শাহজাহান শেখকে।

সন্দেশখালির ওই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে অন্যান্য যেসব অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে, সেই সব ঘটনা আসলে বেশ পুরনো, তাই সেগুলির তদন্ত করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের অতিরিক্ত মহা নির্দেশক (দক্ষিণ বঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার।

এলাকায় যার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন অত্যাচার চালানোর অভিযোগ করছিলেন স্থানীয় মানুষ, তার গ্রেফতারির পরে সন্দেশখালিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উৎসব শুরু হয়ে যায়।

কেউ পুজো দেন, একে অপরকে মিষ্টিমুখ করান, আবার আবির ওড়াতেও দেখা যায় অনেককে।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

শাহজাহান শেখ গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। আমরা আশা প্রকাশ করেছিলাম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে দ্রুততম গতিতে এই শাহজাহান গ্রেপ্তার হবে, সেটাই হয়েছে।

এরপরে তিনি যোগ করেন, রাজ্য পুলিশ তো কাজ করল। এবার নারদ মামলার এফআইআর এ নাম থাকা শুভেন্দু অধিকারী এবং অ্যালকেমিস্ট চিট ফান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর মিঠুন চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করুক সিবিআই।

এবার মহিলা কুস্তিগীরদের সঙ্গে অসভ্যতার নায়ক ব্রিজভূষণ গ্রেফতার হোক। এবার দেশের ব্যাঙ্ক লুঠেরাদের ধরুক ইডি, আরও বলেন তিনি।

অন্য দিকে শাহজাহান শেখের গ্রেফতারি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও দলীয় সংসদ সদস্য দিলীপ ঘোষ বলছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশ ঠিকই জানত যে শাহজাহান শেখ কোথায় আছেন, আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পরে আর আন্দোলনের চাপে তাকে এখন ধরতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ।

সর্বভারতীয় চাপের জন্য পুলিশ গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে ন্যাশনাল চ্যানেলে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সবাই আমরা জানতাম ওখানেই আছে।

পুলিশকেই ধরতে হতো, ইডি তো ওখানে জলে জঙ্গলে গিয়ে ধরতে পারত না। পুলিশের হাতেই ছিল। পুলিশই ধরেছে। আমরা গোড়া থেকেই বলছিলাম, পুলিশ জানে ও কোথায়। এখন বাধ্য হয়ে তাকে ধরা হয়েছে। এটা আগে হলে বিষয়টা বাড়ত না, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের।

হাইকোর্টের নির্দেশ

এর আগে রাজ্য পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস দল বলছিল যে আদালতের স্থগিতাদেশ আছে বলেই শাহজাহান শেখকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না পুলিশ। তবে কলকাতা হাইকোর্ট দুদিন আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে মি. শেখকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কোনও স্থগিতাদেশ তারা দেয়নি। রাজ্য পুলিশ অথবা কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলি যে কেউই গ্রেপ্তার করতে পারে মি. শেখকে।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত মহা নির্দেশক মি. সরকার বলেন, সংবাদমাধ্যমে লাগাতার বলা হয়েছে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে শাহজাহানকে গ্রেফতার করছে না। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এটা ঠিক নয়। এটা ভুল। এটা অপপ্রচার। আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল। দিন দুয়েক আগে যখন মাননীয় উচ্চ আদালতের তরফে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে গ্রেফতারির উপরে কোনও বিধিনিষেধ নেই, তখন আমরা জোরকদমে তল্লাশি শুরু করি। গত রাতে মিনাখাঁ থানার বামনপুকুর অঞ্চল থেকে শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করি।

তবে ঠিক কোথা থেকে, কীভাবে গ্রেপ্তার করা হলো মি. শেখকে, তার বিস্তারিত তথ্য 'তদন্তের স্বার্থে' জানাতে চাননি সুপ্রতিম সরকার। সব তথ্য আদালতে দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

কে এই শাহজাহান শেখ

সুন্দরবনের একটি দ্বীপ সন্দেশখালি। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা শাহজাহান শেখ। তিনি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদে মৎস্য ও পশুপালন বিভাগের প্রধান।

একসময়ে বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সিপিআইএম দলে ছিলেন তিনি। কিন্তু বাম জমানার শেষ দিকে তিনি ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ঝোঁকেন। পরে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন ওই জেলার নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।

শাহজাহান শেখের নাম সংবাদমাধ্যমে প্রথমবার উঠে আসে এবছর জানুয়ারিতে। রাজ্যের রেশন দুর্নীতির যে তদন্তে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই পাঁচই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল শাহজাহান শেখের বাড়িতে।

সেদিন কয়েকশো নারী পুরুষ জড়ো হয়ে ইডির কর্মকর্তা, তাদের সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, সংবাদমাধ্যম - সবাইকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে মি. শেখ নিখোঁজ।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, একসময়ে মাছের ভেড়ির শ্রমিক বা কখনও ভ্যান গাড়ির চালক এই মি. শেখ এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক। আর এইসব সম্পত্তির অনেকটাই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন মি. শেখ বা তার ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় মানুষের।

**'পিঠা পুলি বানানোর ডাক'**

সন্দেশখালির স্থানীয়দের অনেকে অভিযোগ করেন যে শাহজাহান শেখ ও তার দুই সঙ্গী শিবু হাজরা এবং উত্তম সর্দার নিজেদের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গত দুই আড়াই বছর ধরে স্থানীয় মানুষের ওপরে অত্যাচার করে চলেছেন। এই সব অত্যাচারের মধ্যে নারীদের যো ন নির্যাতন এবং ধর্ষণের অভিযোগও আছে।

শিবু হাজরা এবং উত্তম সর্দারকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত তিন সপ্তাহ ধরে সন্দেশখালির নারীরা শাহজাহান শেখ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন লাঠি ঝাঁটা নিয়ে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ওই স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অন্তত দুটি এফআইআর দায়ের হয়েছে।

সেখানকার বাসিন্দা এক নারী নিজের পরিচয় গোপন করে জানিয়েছিলেন মেয়েদেরকে পিঠে পুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কি মা বোন নেই বাড়িতে? তাদের বাড়িতে কি পিঠে পুলি কেউ করে না? কেন আজকে সুন্দরী সুন্দরী মা বোনদের নিয়ে গিয়ে পিঠে পুলি করানো হতো? ভেতরে কী করেছে, সেটা জিগ্যেস করলে মেয়েরা বলে লজ্জার কথা কী বলবো!

আরেক নারী বলেছিলেন, মেয়েদের পিঠে পুলি বানানোর নাম করে নিয়ে যেত। সেখানে মেয়েদের সঙ্গে যেসব খারাপ কাজ, সেসব করা হতো। এই অত্যাচারের কথা কী কোনও মেয়ে নিজ মুখে বলতে পারে? পুলিশের কাছে গেলে তারা আবার ওই দাদাদের কাছেই গিয়ে মিটিয়ে নিতে বলতো।

তার ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ যদি দলীয় অফিসে না যেতেন, তাহলে পরের দিন ওই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মারধর করা হতো বলেও একাধিক বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন।

অবশ্য সন্দেশখালিতে ঘুরে এমন কোনও নারীর সঙ্গে কথা বলতে পারেনি, যিনি নিজে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারাও গ্রেপ্তার বা পলাতক থাকার কারণে তাদের বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

**চাষের জমি দখল**

যৌন নির্যাতন ছাড়াও এলাকার চাষের জমি জোর করে দখল করে মাছ চাষের ভেড়ি বানানোর অভিযোগও আছে মি. শেখ এবং তার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে।

সেই সব অভিযোগ, এখন লিখিতভাবে এক গণ পিটিশন করে সরকারের কাছে জানিয়েছেন তারা।

এক নারী, উর্মিলা দাস জানিয়েছিলেন, ৩৩ শতক জমি ছিল, বছরে তিন বার ধান হতো। দু'বছর আগে নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়ে জমি নিয়ে নেয়। সেখানে মাছের ভেড়ি করেছে। এদিকে একবছর আমাদের কিছু টাকা দিয়েছিল লিজ নেওয়ার বদলে, তারপর থেকে আর কিছু দেয় না। ওইটুকু জমিই ছিল আমার। এখন খেটে খেতে হয়। টাকা চাইতে গেলে হেনস্থা করত ওরা। তাই সরকারের কাছে আবেদন করেছি আমাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক সেখানে আবারও চাষ করবো আমরা।

# গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি দৃশ্যমান হচ্ছে?

**গাজা ঃ** ইসরায়েলি জিম্মিদের পরিবার এবং শুভানুধ্যায়ীরা বুধবার জেরুজালেমের দিকে লংমার্চ শুরু করেছে। ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলের উৎসবের স্থান নোভায় হামাসের বন্দুকধারীরা হামলা চালায়। এই উৎসবের স্থানটি কিববুতজ রেইমের কাছে যেখানে শত শত ইসরায়েলি নিহত হয় এবং আরও শতাধিককে গাজায় বন্দি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পদযাত্রাকারীরা নিখোঁজদের ছবি বহন করছে এবং বাকি ১৩৪ জিম্মিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে তাদের সরকারকে আরো বেশি কিছু করার দাবি জানিয়েছে। যুদ্ধবিরতির আলোচনা তাদের আশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রিয়জনদের জন্য আমাদের ১৪৫ দিন ও রাতের অধীর আকুলতা, রনেন নেত্রা বলছিলেন উপস্থিত জনতার উদ্দেশে। রনেনের ২২ বছর বয়সী ছেলে, ওমের, গাজার কোথাও রয়েছেন। আমরা তাদের শক্তি রাখতে বলবো, বলবো আর অল্প একটু অপেক্ষা করতে হবে, বলেন রনেন। ওমের আর অল্প সময়ের অপেক্ষা। একটা চুক্তি সম্ভব।

গত সপ্তাহের শেষে প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্র, মিশরীয় এবং কাতারীয় মধ্যস্থতাকারীদের বৈঠকের পর ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধ বন্ধে চুক্তির বিষয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ প্রস্তাবগুলোর রূপরেখার কোনো নথি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, সোমবারের মধ্যে একটা চুক্তি হতে পারে। এরপরে জল্পনা কল্পনা আরো বেড়ে গেছে।

কিন্তু কেমন হতে পারে এই চুক্তি? মনে করা হচ্ছে, ছয় সপ্তাহের একটা যুদ্ধবিরতি হতে পারে, এই সময়ের মধ্যে ৪০ ইসরায়েলি জিম্মিকে ধাপে ধাপে ছেড়ে দেয়া হবে। নারী বেসামরিক এবং সৈনিকদের প্রথমে মুক্তি দেয়া হবে।

বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি চারশত ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেয়া হবে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুতর সন্ত্রাসী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত।

ইসরায়েলি সৈন্যরা গাজার সবচেয়ে জনবহুল এলাকা থেকে সরে যেতে পারে। এবং যুদ্ধের কারণে অক্টোবর থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া এক দশমিক আট মিলিয়ন ফিলিস্তিনি তাদের উত্তরাঞ্চলের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে।

কিন্তু এই সপ্তাহে কাতারে এখনও কথাবার্তা চলছে যেখানে মিশরীয় এবং কাতারি মধ্যস্থতাকারী এবং ইসরায়েলি ও হামাসের প্রতিনিধিদলের মধ্যে এখনও দেনদরবার চলছে। এতে এটা পরিষ্কার যে, বেশিরভাগ ইস্যুই এখনো ঝুলন্ত রয়েছে।

প্রতিবেদনগুলিতে বলা হচ্ছে যে, প্রতি ইসরায়েলি জিম্মির বিপরীতে ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তির সংখ্যা নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে।

ইসরায়েলি সৈন্যদের পুনরায় মোতায়েন বা ফিলিস্তিনিদের তাদের ঘরে ফেরার বিষয়ে এখনো চুক্তির কথা ভাবা হয়নি। কিন্তু মোসাদের সাবেক বিভাগীয় প্রধান হাইম টমার তার অতীত অভিজ্ঞতায় বলেছেন, এ বিষয়ে তিনি আশাবাদী। আমি মনে করি, আমরা বেশ কাছাকাছিই আছি, বলেন তিনি। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি না যে আমরা জিম্মি এবং ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেখতে পাব। তবে আমি মনে করি যে আলোচনা এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি হামাসের কাতারভিত্তিক নেতা ইসমাইল হানিয়াহের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যিনি বুধবার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, গ্রুপটি একটি চুক্তিতে তার অবস্থান নরম করতে পারে। আমাদের আলোচনায় আমরা যে নমনীয়তা দেখাচ্ছি, তা হলো আমাদের জনগণের রক্তকে রক্ষা করা এবং নির্মম যুদ্ধে তাদের বিশাল যন্ত্রণা ও ত্যাগের অবসান ঘটানো। একটা টেলিভিশনের ভাষণে বলেন তিনি। মি. হানিয়াহ বলেছিলেন যে প্রয়োজনে হামাস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত । তিনি মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাসে পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমের ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলি বিধিনিষেধ অমান্য করে আল আকসা মসজিদে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। নমনীয়তা শব্দটির উল্লেখ এই ইঙ্গিত দেয় যে যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান এবং গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের পুরোপুরি প্রত্যাহার বিষয়ে হামাস তাদের দাবিগুলি পুনর্বিবেচনা করতে পারে। যে দাবিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন ভ্রমপূর্ণ।

তবে, প্যারিসে উত্থাপিত প্রশ্নে হামাস এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। গাজায় হামাসের নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার এই চুক্তি নিয়ে কী ভাবছেন সেটিও এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। খান ইউনিস বা রাফার নিচে কোনো একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গে তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিলো। তার গেরিলা বাহিনী ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে এবং ইসরায়েলি সরকার তাকে বন্দি করার শপথ নিয়েছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলছেন, সাড়ে পাঁচ মাসের বোমাবর্ষণ এবং তার দশ হাজার লোকের মৃত্যুতে মি. সিনওয়ারের কর্তৃত্ব দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিবেদন যাচাই করা কঠিন। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত যে, সাতই অক্টোবরের হামলা যে ব্যক্তিটি শুরু করেছিলেন তার সাথে যোগাযোগ করা কঠিনেরও কঠিন। এদিকে, বাকি জিম্মিদের পরিবার এবং বন্ধুরা রাস্তায় নেমেছে। তারা বলেছে, শনিবারের মধ্যে তারা জেরুজালেম পৌঁছাবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে আদৌ ভালো কোনো খবর কি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে?